২৫ বছরে সিদীপ

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৮-১৯

টেকসই মানব
উন্নয়নের পথে

পরিবর্তনের
উদাহরণ

নবধারা
প্রবর্তন

সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস (সিদীপ)

টেকসই মানব
উন্নয়নের পথে

পরিবর্তনের
উদাহরণ

নবধারা
প্রবর্তন

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৮-১৯

সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস (সিদীপ)

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-১৯
সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস (সিদীপ)

প্রকাশ: সেপ্টেম্বর ২০১৯

প্রচ্ছদের ছবি: এফ, এম, নাফিস রহমান

ডিজাইন ও মুদ্রণ: ইনফ্রা-রেড কমিউনিকেশনস্ লি, ফোন: ৯১২৪৭২

সূচি

আর্থিক সেবা	১১
শিক্ষা কার্যক্রম	১৫
স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি	২০
সমৃদ্ধি কর্মসূচি	২৩
গবেষণা ও প্রকাশনা	২৬
মানব-সম্পদ ব্যবস্থাপনা	৩০
অন্যান্য কার্যক্রম	৩২
আর্থিক বিবরণ	৩৫
নিরীক্ষা	৪২

চেয়ারম্যানের কথা

দেখতে দেখতে পেরিয়ে গেল আরও একটি বছর। অনেক কাজ ও প্রচেষ্টা। যা অর্জন করেছি ও যা পারিনি তার খতিয়ান নিয়ে বসতে হচ্ছে আবার। অর্জনতো আসলে গ্রামের তৃণমূল মানুষের। তাই বলতে চাই তাদের কথা। আর্থিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে জীবন-সংগ্রামী মানুষের অবস্থার কী পরিবর্তন করা সম্ভব হয়েছে সেটাই প্রধান বিবেচ্য। আমাদের প্রতিবেদনে সে কথাই বলতে চেয়েছি।

সিদীপ উন্নয়নকে সার্বিক মানবিক উন্নয়ন ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করে। কেবল ঋণ দিয়ে সাময়িক অভাব লাঘবের পরিবর্তে আমরা জীবনের অন্যান্য বিকাশকেও নিশ্চিত করার চেষ্টা করি। তাই আর্থিক অন্তর্ভুক্তির পাশাপাশি আমাদের সদস্য ও সদস্যের বাইরেও সাধারণ মানুষের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করি। শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচির অধীনে আমাদের শিশুরা বছরের শুরুতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উদযাপন করে, প্রবীণ-প্রবীণাকে সম্মান জানানো শেখে ও এলাকার মানুষকে এই চর্চায় উদ্বুদ্ধ করে। উঠান স্কুলের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে তারা প্রকৃতির সঙ্গে তৈরি করে এক আত্মিক বন্ধন। শিশুরাই আমাদের ভবিষ্যৎ, আগামী দিনের নাগরিক ও কর্ণধার।

শিক্ষা কর্মসূচির মতোই স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচিটিও ঋণ কার্যক্রমের কাঁধেভর করে তৃণমূল মানুষের দোরগোড়ায় স্বল্পখরচে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেয়ায় ও প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যায়ে স্বাস্থ্যসচেতনতা তৈরিতে উদাহরণ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। আর্থিক সেবা, স্কুলের পাঠে সহায়তা, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ও অন্যান্য সেবা কার্যক্রমের মাধ্যমে আমরা মানবিক উন্নয়ন ও মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত সমৃদ্ধ সমাজের স্বপ্ন দেখি।

আমাদের কাজ সেই লক্ষ্যে। গ্রামের পিছিয়ে পড়া দরিদ্র মানুষের টেকসই আর্থিক ও মানবিক উন্নয়নের জন্য আমাদের সাধনা। আমরা সৃষ্টি করতে চাই পরিবর্তনের উদাহরণ।

ডঃ আব্বাস ভূঁইয়া
চেয়ারম্যান

কেবল ঋণ দিয়ে সাময়িক অভাব লাঘবের পরিবর্তে আমরা জীবনের অন্যান্য বিকাশকেও নিশ্চিত করার চেষ্টা করি। তাই আর্থিক অন্তর্ভুক্তির পাশাপাশি আমাদের সদস্য ও সদস্যের বাইরেও সাধারণ মানুষের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করি।

আমরা চলেছি সেই গন্তব্যে যেখানে দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া মানুষ কেবল আর্থিক দিক থেকেই নয়, নানারকম মানবিক সৌন্দর্যেও উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। তাদেরই আপন গুণে ও শক্তিতে, আমাদের ভূমিকা মানবমুক্তিতে সমাজের মানুষের পাশে থাকা।

মুখবন্ধ

উন্নয়নের পথে হাঁটছি ও হাঁটবো। উন্নয়ন বলতে বুঝেছি মানুষের সুপ্ত শক্তি ও প্রতিভাকে বিকাশের সুযোগ করে দিতে সহায়কের ভূমিকা পালন করা। জীবনের পথে মানুষ বিশেষত দরিদ্র জনগোষ্ঠী যে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয় তা সরিয়ে আপন শক্তিতে তার বিকাশের পথকে উন্মুক্ত করার চেষ্টা করেছি। দরিদ্র মানুষকে বিশেষত গ্রামের নারীদেরকে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির আওতায় এনে উন্নয়নের মূল স্রোতোধারার সঙ্গে তাদের সংযোগ স্থাপন করেছি। সামান্য আর্থিক সেবাকে অবলম্বন করে গ্রামের পিছিয়ে পড়া বহু মানুষ জীবন-সংগ্রামে ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়ে জীবনকে অর্থবহ করে তুলেছেন। সিদীপ থেকেছে এইসব গ্রামের দরিদ্র মানুষের উন্নয়নের পথযাত্রায় সাথী হয়ে। ভবিষ্যতেও থাকবে তৃণমূল মানুষের উন্নয়ন-সংগ্রামের সাথে।

ক্ষুদ্রঋণ দিয়ে যাত্রা শুরু করলেও আমাদের আর্থিক সেবা এখন আর শুধু ক্ষুদ্রঋণের পর্যায়ে নেই। অতি দরিদ্রদের মাঝে ক্ষুদ্রঋণ থাকলেও আমরা প্রয়োজন মাফিক সঠিক পরিমাণ ঋণ দেয়ায় বিশ্বাসী। যাতে মানুষের কেবল অর্থনৈতিক সংকট দূরের চেষ্টা না করে তার বহুমাত্রিক বিকাশকে বিবেচনা করা হয়। আর্থিক সেবার সঙ্গে আমরা তাই শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবাকেও একীভূত করেছি। উন্নয়নকে সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার চেষ্টা করেছি, একপেশে আর্থিক চাহিদা পূরণের দিক থেকে নয়। আমরা চলেছি সেই গন্তব্যে যেখানে দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া মানুষ কেবল আর্থিক দিক থেকেই নয়, নানারকম মানবিক সৌন্দর্যেও উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। তাদেরই আপন গুণে ও শক্তিতে, আমাদের ভূমিকা মানবমুক্তিতে সমাজের মানুষের পাশে থাকা।

গ্রামে উঠানে উঠানে আমাদের শিক্ষাকেন্দ্রে প্রাক-প্রাথমিক, ১ম ও ২য় শ্রেণীর শিশুদের জন্য আমরা যে পাঠ-সহায়তা দিয়ে থাকি তার ফলে নিরক্ষর ও দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েরা স্কুলে ভাল ফল করে ও তাদের ঝরে পড়া রোধ হয়। গ্রামেরই কোনো গৃহবধূ বা কলেজ-পড়ুয়া মেয়ে এসব কেন্দ্রে শিক্ষকের ভূমিকা পালন করেন। গ্রামের এমন আড়াই হাজার নারী আমাদের সঙ্গে শিক্ষিকা হিসেবে কাজ করে শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচিকে একটি সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করতে চেষ্টা করে যাচ্ছেন। আমাদের উঠান স্কুলের শিশুরা বছরের শুরুতে নিজ কেন্দ্রে সাংস্কৃতিক উৎসব উদযাপন করে ও স্থানীয় প্রবীণ-প্রবীণাকে সংবর্ধনা দিয়ে এলাকার মানুষের দৃষ্টি কেড়েছে। প্রতি মাসে প্রকৃতি-পাঠে বেরিয়ে তারা প্রকৃতি ও পরিবেশকে ভালবাসতে শিখছে। তৈরি হচ্ছে টেকসই উন্নয়নের সচেতনতা, শিক্ষা ও দৃষ্টিভঙ্গি।

আমাদের উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল কর্মকর্তারা গ্রামে গ্রামে দরিদ্র মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিচ্ছে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ও সৃষ্টি করছে স্বাস্থ্যসচেতনতা। স্বল্পখরচে ও হাতের কাছেই প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা লাভ করার ফলে গ্রামের শ্রমজীবী মানুষকে হঠাৎ কোনো স্বাস্থ্যঝুঁকির মুখে পড়ে বিরাট আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে না। আমাদের স্বাস্থ্যসেবা-কর্মীদেরকে তারা পাশে পাচ্ছে প্রাথমিক জরুরি সহায়তা ও পরামর্শের জন্য।

এ বছর আরও প্রায় ৩০ হাজার গ্রামীণ পিছিয়ে পড়া মানুষকে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির আওতায় আনার ফলে বর্তমানে আমাদের সদস্য সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২,২৭,২৬৯ জন। সঞ্চয় ও ঋণস্থিতি বেড়েছে যথাক্রমে ৫২ কোটি ও ১৩০ কোটি টাকা। এ বছরে মোট ঋণ বিতরণ হয়েছে প্রায় ২,১৭২ কোটি টাকা। সংস্থার মোট সম্পদের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৭৪২ কোটি টাকায়। আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণে সদস্য, ঋণ বিতরণ, সঞ্চয়, ঋণস্থিতি ইত্যাদি বেড়েছে। সংস্থার নিজস্ব পুঁজি ও মোট সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে।

সংস্থার শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন শিক্ষালোক নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। আবার এ বছর উন্নয়ন ও শিক্ষা বিষয়ক একটি ইংরেজি বুলেটিন KEYNOTES-এর যাত্রা শুরু হয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক বিষয় নিয়ে সংস্থার বেশ কিছু ভাল প্রকাশনা আছে যা সুধীমহলে প্রশংসা অর্জন করেছে।

দরিদ্র মানুষের হাতে প্রয়োজনীয় সঠিক পরিমাণ ঋণ সরবরাহ করে এবং আনুষঙ্গিক সেবা দিয়ে আমরা আছি ও থাকবো তাদের জীবনের সাথী হয়ে।

মোহাম্মদ ইয়াহিয়া
নির্বাহী পরিচালক

রূপকল্প

আমাদের রূপকল্প হচ্ছে টেকসই মানব উন্নয়নের লক্ষ্যে নবধারা প্রবর্তন এবং পরিবর্তনের উদাহরণ সৃষ্টি।

VISION

Our Vision is to be the Trend-setter of innovation and change for sustainable human development.

উদ্দেশ্য

আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশে ও বাইরে সুবিধাবঞ্চিত, অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে পরিবেশবান্ধব টেকসই নবধারার উন্নয়ন সেবা দিয়ে ক্ষমতায়িত করে সমাজের মূলধারায় সম্পৃক্ত করা এবং পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও ছোট উদ্যোক্তাদের আমাদের সার্বিক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সহায়তা করা।

আমরা বাঁচি পরের ও নিজের জন্য।

MISSION

Our Mission is to provide environmentally sustainable innovative development services and goods for empowering the excluded and the disadvantaged in order to integrate them in the mainstream of the society in Bangladesh and beyond along with supporting and empowering micro and small entrepreneurs in our overall development endeavors.

Our being is being for others and for ourselves.

মূল্যবোধ

নবধারা প্রবর্তন
টেকসইতা
অন্তর্ভুক্তিকরণ
ন্যায়পরায়ণতা
সততা ও নিষ্ঠা
দলবদ্ধ কাজের প্রেরণা
স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা
মানবিক মর্যাদা

VALUES

Innovative thinking
Sustainability
Inclusiveness
Fair to all
Honesty and Integrity
Team spirit
Transparency and Accountability
Human dignity

পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা

সাধারণ পরিষদ

সংস্থার সকল কর্মকাণ্ডে সুশাসন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য সমাজের বিভিন্ন স্তরের/পেশার স্বনামধন্য ও জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি এবং স্ব-স্ব ক্ষেত্রে, যেমন - অর্থনীতি, শিক্ষকতা, চিকিৎসা, গবেষণা, ব্যবসা ইত্যাদিতে সফল, নিবেদিত ও নিঃস্বার্থভাবে দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক উন্নয়নে অঙ্গীকারবদ্ধ ব্যক্তি সমন্বয়ে সংস্থার দায়বদ্ধতার সর্বোচ্চ স্তর সাধারণ পরিষদ গঠিত হয়েছে।

সিদীপ-এর সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী পর্যায় সাধারণ পরিষদে বর্তমানে ২১ জন সদস্য আছেন। তাঁদের নাম নিম্নে দেয়া হলো।

ডঃ আব্বাস ভূঁইয়া
জনাব জি.এম. সালেহউদ্দিন আহমেদ
জনাব মোহাম্মদ আবদুল্ল্যাহ্
অধ্যাপক আহমেদ কামাল
অধ্যাপক সৈয়দ রাশিদুল হাসান
অধ্যাপক সৈয়দ ফখরুল হাসান মুরাদ
সৈয়দ সাঈদউদ্দিন আহ্মেদ

জনাব সালেহউদ্দিন আহমেদ
ডঃ এটিএম ফরিদ
জনাব নার্গিস ইসলাম
জনাব শামা রুখ আলম
অধ্যাপক মাজেদা শফিউল্ল্যা
জনাব শাহজাহান ভূঁইয়া
জনাব মাসুদা বানু ফারুক রত্না

জনাব এম খায়রুল কবীর
জনাব মাহমুদুল কবীর
জনাব শফিকুল ইসলাম
জনাব এ.এফ.এম. শামসুদ্দীন
জনাব সালেহা বেগম
জনাব ইরফানউদ্দিন আহ্মেদ
জনাব এস. আবদুল আহাদ

৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে সিদীপের ২৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

পরিচালনা পরিষদ

সংস্থার ৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা পরিষদ রয়েছে। বর্তমান পরিচালনা পরিষদে নিম্নোক্ত সদস্যবৃন্দ রয়েছেন।

চেয়ারম্যান
ডঃ আব্বাস ভূঁইয়া

ভাইস চেয়ারম্যান
জনাব জি.এম সালেহউদ্দিন আহমেদ

সদস্য
জনাব নার্গিস ইসলাম
জনাব শামা রুখ আলম
জনাব ইরফানউদ্দিন আহমেদ
জনাব এস. আবদুল আহাদ
ডঃ এটিএম ফরিদ
অধ্যাপক মাজেদা শফিউল্ল্যা

সচিব/নির্বাহী পরিচালক
জনাব মোহাম্মদ ইয়াহিয়া

ডঃ আব্বাস ভূঁইয়া
সভাপতি

জনাব জি.এম সালেহউদ্দিন আহমেদ
সহ-সভাপতি

জনাব নার্গিস ইসলাম
সদস্য

জনাব শামা রুখ আলম
সদস্য

জনাব ইরফান উদ্দিন আহ্মেদ
সদস্য

জনাব এস. আবদুল আহাদ
সদস্য

ডঃ এটিএম ফরিদ
সদস্য

অধ্যাপক মাজেদা শফিউল্ল্যা
সদস্য

জনাব মোহাম্মদ ইয়াহিয়া
সচিব

পরিচালনা পর্ষদ সভা

২০১৮-১৯ অর্থবছরে সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস-এর গভর্নিং বডির মোট ৬টি সভা সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ব্যবস্থাপনা

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ সংস্থার সার্বিক ব্যবস্থাপনা করে থাকেন। নির্বাহী পরিচালক প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয়ে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের সাথে নিয়ে সংস্থার যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করেন। নিয়ম মাফিক মাসিক ও সাপ্তাহিক মিটিং ছাড়াও প্রয়োজনে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সদস্যবৃন্দের নাম ও পদবি নিম্নে দেওয়া হলো।

কর্মকর্তার নাম	পদবি
জনাব মোহাম্মদ ইয়াহিয়া	নির্বাহী পরিচালক
জনাব ফজলুল হক খান	পরিচালক (প্রোগ্রাম)
জনাব মিফতা নাঈম হুদা	পরিচালক (স্ট্র্যাটেজি এন্ড ডেভেলপমেন্ট)
জনাব এ. কে. এম. হাবিব উল্লাহ আজাদ	অতিরিক্ত পরিচালক (প্রোগ্রাম)
জনাব মোঃ আবদুল কাদির সরকার	জিএম
সৈয়দ লুৎফর রহমান	জিএম (মানবসম্পদ বিভাগ)
জনাব এ. কে. এম. শামসুর রহমান	ডিজিএম (ফিন্যান্স এন্ড অ্যাকাউন্টস)
ডা. এ. কে. এম. আব্দুল কাইয়ুম	ডিজিএম (হেলথ)
জনাব মোঃ আবুল হোসেন	এজিএম (প্রশিক্ষণ বিভাগ)

কর্মকর্তার নাম	পদবি
জনাব মোঃ তারিকুল ইসলাম	এজিএম (স্পেশাল প্রোগ্রাম)
জনাব শান্ত কুমার দাস	এজিএম (ক্রেডিট প্রোগ্রাম)
জনাব দীপ কুমার রায় মৌলিক	এজিএম (আইটি)
জনাব সচ্চিদানন্দ দাশ	ম্যানেজার (ফিন্যান্স এন্ড অ্যাকাউন্টস)
জনাব আবু খালেদ	ম্যানেজার (ক্রেডিট প্রোগ্রাম)
জনাব নূরুন নবী সেখ	ম্যানেজার (ক্রেডিট প্রোগ্রাম)
জনাব মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম	ম্যানেজার (ক্রেডিট প্রোগ্রাম)
জনাব মোঃ রেজওয়ানুল করিম	ম্যানেজার (এমআইএস)
জনাব মোঃ বদরুল আলম	ম্যানেজার (মাইক্রো-এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট)

প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ : ২০১৮-১৯

২০১৮-১৯ অর্থবছরটিতে সিদীপ চব্বিশ বছর পূর্ণ করলো এবং এ সময়ে সংস্থার কর্মকাণ্ডের নানাক্ষেত্রে কিছু ভাল অর্জন আছে। এ অর্থবছরে বিভিন্ন কার্যক্রমের কিছু উল্লেখযোগ্য দিক খুব সংক্ষেপে নিচে উল্লেখ করা হলো।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও সেবা

২০১৮-১৯ অর্থবছর শেষে সিদীপের কর্মকাণ্ড ১৯টি জেলার ১১৮টি উপজেলায় মোট ৪,৮৯২টি গ্রামে বিস্তৃতি লাভ করেছে। একই সঙ্গে ১৬২টি শাখার মাধ্যমে বিগত বছরের ১,৯৮,৩৫৯ জন সদস্য বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমান বছরে ২,২৭,২৬৯ জন সদস্যে উন্নীত হয়েছে। অর্থাৎ এ বছর আরও প্রায় ৩০ হাজার গ্রামীণ পিছিয়ে পড়া মানুষ আর্থিক অন্তর্ভুক্তির আওতায় এসেছেন।

বর্তমান অর্থবছরে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ১,১৮৫.০৫ কোটি টাকা যা বিগত অর্থবছরে ছিল ৯৮৬.৭৪ কোটি টাকা। অর্থাৎ এ বছরে ঋণ বিতরণ বৃদ্ধি পেয়েছে ২০.১০%।

বিগত অর্থবছরে মোট ঋণের স্থিতি ছিল ৫১০.৩৮ কোটি টাকা যা বর্তমান অর্থবছরে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৪০.৫৬ কোটি টাকা। অর্থাৎ গত বছরের তুলনায় ঋণস্থিতিও বৃদ্ধি পেয়েছে ২৫.৫১%।

বিগত অর্থবছরে মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ ছিল ২৪৬.৭২ কোটি টাকা। বর্তমান অর্থবছরে আরও ৫২.০৩ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে মোট সঞ্চয়ের স্থিতি হয়েছে ২৯৮.৭৫ কোটি টাকা।

বিগত অর্থবছরে মোট আদায়ের পরিমাণ ছিল ৯২৮.৫৫ কোটি টাকা। এ বছরে সঠিক সময়ে আদায়ের হার ৯৯%। এই অর্থবছরে আদায় ১২৬.৩২ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে মোট আদায় ১,০৫৪.৮৭ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে।

বিগত অর্থবছরে খেলাপির পরিমাণ ছিল ৩.৪৬ কোটি টাকা। এ অর্থবছর শেষে মোট খেলাপি ঋণের পরিমাণ হয়েছে ৭.৪৬ কোটি টাকা – যা মোট ঋণস্থিতির ১.১৬%।

জুন ২০১৯ পর্যন্ত সংস্থার কু-ঋণ সঞ্চিতি খাতে ১২.০১ কোটি টাকা হিসাবভুক্ত করে রাখা হয়েছে, যদিও এর বিপরীতে বর্তমান খেলাপির পরিমাণ হচ্ছে মাত্র ৭.৪৬ কোটি টাকা – যা কু-ঋণ সঞ্চিতির মাত্র ৬০.৯৯%।

এ বছরে নতুন কোন শাখা খোলা হয়নি। তবে বিগত বছরে চলমান ১৬২টি শাখার মাধ্যমে সকল কার্যক্রমের পরিমাণগত ও গুণগত মানের উন্নয়ন হয়েছে।

এ অর্থবছর শেষে শাখা-প্রতি ঋণস্থিতি দাঁড়িয়েছে ৪.৫৪ কোটি টাকা যা গত বছরের (৩.৬২) তুলনায় ২৫.৪১% বেশি। একইভাবে শাখা-প্রতি সঞ্চয়ের স্থিতি দাঁড়িয়েছে ২.১২ কোটি টাকা যা গত বছরের (১.৭৫) তুলনায় ২১.০৯% বেশি। অন্যদিকে এ বছরে প্রতি মাঠকর্মীর ঋণস্থিতি দাঁড়িয়েছে ৭৫.৮১ লক্ষ টাকা এবং প্রতি মাঠকর্মীর সঞ্চয় স্থিতি দাঁড়িয়েছে ৩৫.৩৬ লক্ষ টাকা।

শিক্ষা কর্মসূচি

এ বছর শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচিতে ২,৪২১টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে শিশুকে পাঠদান করা হচ্ছে। একই সঙ্গে এ বছরেও ১৯টি মডার্ন স্কুল চলমান রয়েছে।

স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি

এ অর্থবছরে স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচির আওতায় ১০০টি শাখার মাধ্যমে ২২,৬৯০ জন শিশুসহ সর্বমোট ৪,৩৮,১৯৩ জন রোগীকে নানা ধরনের প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়েছে এবং এই সেবার মান ও উপকারভোগীর সংখ্যা বাড়ছে।

সমৃদ্ধি কর্মসূচি

পিকেএসএফের তত্ত্বাবধানে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ২টি ইউনিয়নের ২টি 'সমৃদ্ধি' কর্মসূচি বাস্তবায়ন হচ্ছে এবং এর আওতায় বহুমুখী সামাজিক সেবা কার্যক্রম চলছে। এই কর্মসূচির মূল চেতনা– উন্নয়নের কেন্দ্রে মানুষ।

এ অর্থবছরে স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচির আওতায় ১০০টি শাখার মাধ্যমে ২২,৬৯০ জন শিশুসহ সর্বমোট ৪,৩৮,১৯৩ জন রোগীকে নানা ধরনের প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়েছে এবং এই সেবার মান ও উপকারভোগীর সংখ্যা বাড়ছে।

গবেষণা ও প্রকাশনা

এ অর্থবছরে শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচির অগ্রগতি, অন্তর্ভুক্তির কৌশল ও মানসম্মত শিক্ষায় এ কর্মসূচির অবদান সম্পর্কে দুটি অনুসন্ধানী পর্যালোচনা সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া Financial Inclusion Enabling Piggyback Primary Health Care And Education Support Services শীর্ষক একটি কোয়ালিটেটিভ গবেষণা পরিচালনা করে তার প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়েছে।

এ অর্থবছরে ৩টি গুরুত্বপূর্ণ বই প্রকাশিত হয়েছে। প্রথমবারের মতো 'সিদীপ সংবাদ'-এর ২টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন 'শিক্ষালোক'-এরও ৪টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া Education and Devlopment Keynotes নামে একটি বুলেটিন প্রথমবারের মতো প্রকাশ করা হয়েছে।

মানব-সম্পদ ও প্রশিক্ষণ

নতুন নিয়োগ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়ে এ অর্থবছর শেষে মোট জনবল ৪,৭১২ জনে উন্নীত হয়েছে। এ বছরে বিভিন্ন পর্যায়ে ২৭২ জনকে নিয়োগ এবং ১০১ জনকে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ৫৯,৬৫৩ জনকে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

এ বছরে সংস্থার আর্থিক স্বয়ম্ভরতা অর্জিত হয়েছে ১৪৬.৮০% অন্যদিকে কার্যক্রমের স্বয়ম্ভরতা দাঁড়িয়েছে ১৩৮.৯১%

অন্যান্য কর্মসূচি

প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থ দ্রুত তাদের পরিবার বা আত্মীয়-স্বজনের কাছে পৌঁছে দিতে এ অর্থবছরে ৩৪১ জন গ্রাহককে প্রদানকৃত টাকার পরিমাণ ছিল ৯,৫০৬,৮৮১।

এ বছরে ৬৯টি শাখার মাধ্যমে ১.১৭ কোটি টাকার সোলার হোম সিস্টেম (SHS) নগদে ও কিস্তিতে বিক্রয় হয়েছে এবং ৪,০২২টি পরিবার এ সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছে। এছাড়া মানুষের জীবন-যাত্রার মান উন্নত করার লক্ষ্যে ৯৮টি শাখায় সামাজিক ভোগ্যপণ্য বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

সমাজের নানা ধরনের অবক্ষয়রোধে পিকেএসএফ-এর সহায়তায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও নারায়ণগঞ্জ জেলার সকল উপজেলায় সারা বছরব্যাপী বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করেছে। এ দুটি জেলার প্রায় সাড়ে তিন হাজার শিক্ষার্থী বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছে।

নিরীক্ষা কার্যক্রম

সিদীপের বার্ষিক সাধারণ সভায় নিয়োগকৃত বহিঃনিরীক্ষক সংস্থা নিরীক্ষা করে থাকেন। এছাড়া পিকেএসএফ তার অভ্যন্তরীণ ও তাদের নিয়োগকৃত বহিঃনিরীক্ষকের মাধ্যমে সংস্থার নিরীক্ষা করেছে। আবার সিদীপের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে এ অর্থবছরে সংস্থার শাখায় ১৬২টি সাধারণ এবং ১৩৭টি সার্বিক নিরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে।

সংস্থার আর্থিক অবস্থা

এ বছরে সংস্থার আর্থিক স্বয়ম্ভরতা অর্জিত হয়েছে ১৪৬.৮০% যা বিগত বছরে ছিল ১৭৭.৫৩%। অন্যদিকে কার্যক্রমের স্বয়ম্ভরতা দাঁড়িয়েছে ১৩৮.৯১% যা বিগত বছরে ছিল ১৬৮.৮৬%।

এ অর্থবছরে সর্বমোট আয় হয়েছে ১৫১.৫৩ কোটি টাকা এবং সর্বমোট ব্যয় হয়েছে ১০৯.০৯ কোটি টাকা। ফলশ্রুতিতে এ অর্থবছরে উদ্বৃত্ত তৈরি হয়েছে ৪২.৪৫ কোটি টাকা।

এ অর্থবছর শেষে সংস্থার ক্ষুদ্রঋণে সর্বমোট বিনিয়োগ দাঁড়িয়েছে ৬৪০.৫৬ কোটি টাকা (আসল)। এছাড়া ব্যাংকে স্থায়ী আমানত, গভ. ট্রেজারি বন্ড এবং এসটিডি হিসাবে বিনিয়োগকৃত ৬১.৯৪ কোটি টাকাসহ এ অর্থবছরে সর্বমোট বিনিয়োগ দাঁড়িয়েছে ৭০২.৫ কোটি টাকা।

জুন ২০১৯-এ সিদীপের মোট দায় রয়েছে ৪৬৫ কোটি টাকা এবং এর বিপরীতে সংস্থার সম্পত্তি দাঁড়িয়েছে ৭৪২.৩৬ কোটি টাকা। এক্ষেত্রে দায়-সম্পত্তির হার ৬২.৬৩% যা বিগত বছরে ছিল ৬০.৪১%। বর্তমানে সংস্থার তহবিল পর্যাপ্ততা ৩৮.৫৫% যা বিগত জুন ২০১৮-এ ছিল ৪০.৮৫%।

আর্থিক সেবা

সংস্থা বিভিন্ন ধরনের ঋণ সেবা প্রদান করছে। যেমন: জাগরণ ঋণ, অগ্রসর ঋণ, বুনিয়াদ ঋণ, সুফলন ঋণ, সোলার ঋণ, জীবনমান উন্নয়ন ঋণ এবং এসএমএপি ঋণ। উদ্যোক্তার প্রকল্পে বিনিয়োগ এবং ঐ প্রকল্পে তার কি পরিমাণ ঋণ চাহিদা আছে তার ওপর ভিত্তি করে ঋণ প্রদান করা হয়

আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ

সিদীপ বাংলাদেশের ১৯টি জেলার ১১৮টি উপজেলার ১১০৬টি ইউনিয়ন/পৌরসভায় এবং ৪৮৯২টি গ্রামে ১৬২টি শাখার মাধ্যমে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। উক্ত ঋণ কার্যক্রমের আওতায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের মাঝে তাদের নিজস্ব উদ্যোগ/কর্মকাণ্ডের ওপর ভিত্তি করে সংস্থা বিভিন্ন ধরনের ঋণ সেবা প্রদান করছে। যেমন: জাগরণ ঋণ, অগ্রসর ঋণ, বুনিয়াদ ঋণ, সুফলন ঋণ, সোলার ঋণ, জীবনমান উন্নয়ন ঋণ এবং এসএমএপি ঋণ। উদ্যোক্তার প্রকল্পে বিনিয়োগ এবং ঐ প্রকল্পে তার কি পরিমাণ ঋণ চাহিদা আছে তার ওপর ভিত্তি করে ঋণ প্রদান করা হয়। ঋণ প্রদানের পূর্বে গ্রহণকৃত ঋণ পরিশোধের বিষয়টি বিবেচনা করা হয়।

ঋণ কার্যক্রমের অনুপাত বিশ্লেষণ

সিদীপ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের পরিমাণ বা সংখ্যাগত বৃদ্ধির পাশাপাশি গুণগতমানকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। তাই বিগত অর্থবছরের (২০১৭-২০১৮) সাথে চলতি অর্থবছরের (২০১৮-২০১৯) পরিমাণগত ও গুণগতমানের তুলনামূলক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হলো।

ক্র. নং	বিবরণ	ক্রমপুঞ্জিভূত অবস্থান	
		অর্থবছর : ২০১৭-২০১৮	অর্থবছর : ২০১৮-২০১৯
১	OTR (On Time Recovery Rate)	৯৮.৭৮	৯৯.৪৭
২	CRR (Cumulative Recovery Rate)	৯৯.৮২	৯৯.৮৬
৩	PAR (Portfolio at Risk)	১.৩৬	১.৩৯
৪	কর্মী: স্টাফ (%)	৫৬.২৬	৫৬.৩৩
৫	সদস্য: ঋণী (%)	৮৫.১০	৮৩.৬৫
৬	কর্মী: সদস্য	২৩৪.৯৮	২৬৮.৯৬
৭	কর্মী: ঋণী	২০৭.৬৩	২২৪.৯৮
৮	কর্মী: সঞ্চয় (লক্ষ)	৩০.৩৫	৩৫.৩৬
৯	কর্মী: ঋণস্থিতি (কোটি)	০.৬৩	০.৭৬
১০	সঞ্চয়: ঋণস্থিতি (%)	৪৮.৪০	৪৬.৭৯
১১	ঝুঁকিপূর্ণ ঋণী (%)	১.৫৯	১.৬৫

ঋণ কার্যক্রমের অগ্রগতি

ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের বিস্তৃতি ও পরিমাণের দিক থেকে সিদীপ প্রতি বছরের মত এবারও সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বিগত অর্থবছরের তুলনায় বর্তমান অর্থবছরে অগ্রগতি নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

ক্র. নং	বিবরণ	অবস্থান : জুন ২০১৮	অবস্থান : জুন ২০১৯
১	ব্রাঞ্চ	১৫৬	১৬২
২	মোট স্টাফ	১৪৪৫	১৫০০
৩	মোট মাঠ কর্মী	৮১৩	৮৪৫
৪	সদস্য সংখ্যা	১,৯৮,৩৫৯	২,২৭,২৬৯
৫	ঋণী সংখ্যা	১,৬৮,৮০২	১,৯০,১০৪
৬	মোট সঞ্চয়স্থিতি (লক্ষ টাকা)	২৪,৬৭২	২৯,৮৭৫
৭	মোট ঋণস্থিতি (লক্ষ টাকা)	৫১,০৩৮	৬৪,০৫৬
৮	বকেয়া (জন)	২,৫৪০	৩,০০৫
৯	বকেয়া (লক্ষ টাকা)	৩৪৬	৭৪৬
১০	মোট বিতরণ (লক্ষ টাকা)	৯৮,৬৭৪	১,১৮,৫০৫
১১	প্রতি টাকা ঋণ বিতরণের ব্যয়	০.০৭	০.০৯
১২	উদ্বৃত্ত (লক্ষ টাকা)	১৯,৪০৯	২২,৮২৪
১৩	কার্যক্রম স্বয়ম্ভরতা	১৬৮.৮৬%	১৩৮.৯১%

সৈয়দাবাদের হ্যাপি আজ সত্যিই সুখী

সাল ২০১১। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার ধরখার শাখায় সৈয়দাবাদ গ্রামের জাকির হোসেনের স্ত্রী হ্যাপি আক্তার যখন তিনজন সন্তান নিয়ে সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছিলেন তখন তার এক প্রতিবেশী একটি গাভী বিক্রি করবে শুনে গাভীটি কিনতে মনস্থির করেন। হাতে ছিল বাবার বাড়ি থেকে পাওয়া ৩০ হাজার টাকা। কিন্তু বিপত্তি ঘটল যখন প্রতিবেশী গাভীটি ৪০ হাজার টাকার কমে কিছুতেই বিক্রি করবেন না। হ্যাপি আক্তারের মনে তখন রাজ্যের হতাশা। এ সময় আশার আলো নিয়ে তার পাশে দাঁড়ালো সিদীপ। সিদীপের সদস্য হয়ে ১০ হাজার টাকা সিদীপ থেকে ঋণ নিয়ে তিনি কিনে ফেলেন গাভীটি।

সেই থেকে সিদীপের সাথে তার পথ চলা কিংবা তার পাশে সিদীপের। দারুণ বুদ্ধিমতী আর অদম্য হ্যাপি আক্তার গাভীর দুধ বিক্রি করে নিয়মিত কিস্তির টাকা পরিশোধ করতে লাগলেন এবং তার পাশাপাশি তৈরি করলেন নিজের মধ্যে সঞ্চয়ের প্রবণতা। যত কষ্টই হোক তিনি কিস্তি দিতে কখনো বিলম্ব করেননি। আর তাতে করে জয় করে নিয়েছেন সিদীপের আস্থা। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন লেনদেন ভাল থাকলে ভবিষ্যতে আরো সহযোগিতা পাবেন। তিনি পেয়েছেনও।

সেই শুরুর পর থেকে কখনো ৫০ হাজার, কখনো ৮০ হাজার, কখনো ৭০ হাজার, আবার সর্বোচ্চ ১ লাখ টাকা পর্যন্ত সিদীপ থেকে ঋণ সহায়তা নিয়েছেন। এই ঋণের টাকায় তিনি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েননি বরং শিখে গিয়েছেন কিভাবে তার পরিকল্পিত ব্যবহারের মাধ্যমে অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো যায়।

একদিন যে হ্যাপি আক্তার সামান্য পুঁজির অভাবে কোনো উদ্যোগে হাত দিতে পারছিলেন না, আজ এই আট বছরে তার গোয়ালে রয়েছে ৬টি গাভী ও ৪টি বাছুর। বিক্রি করেছেন প্রায় ৫ লাখ টাকার গরু এবং চাষের জমি কিনেছেন ৬ লাখ টাকার। তার খোঁয়াড়ে আছে ১৭টি হাঁস এবং ২০টি মুরগি।

শুধু তাই নয়, একজন দক্ষ সংগঠক হয়ে একত্রিত করেছেন তার ৬ জন জা'কে। সবার কাছ থেকে পনের শো টাকা করে চাঁদা তুলে নিজেদের পুকুরে ছেড়েছেন বিভিন্ন প্রজাতির ১০ হাজার টাকার মাছের পোনা। যা থেকে তারা ২ বছরে আয় করেছেন প্রায় ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা এবং মিটিয়েছেন সকলের পরিবারের মাছের চাহিদাও।

অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে করতে একসময় হ্যাপি আক্তারের গলাটা ধরে আসছিল, চোখের কোণে চিকচিক করছিল জল। এই জল কষ্টের নয়, কষ্ট জয় করার, সুখের। নিজেকে খুঁজে পাওয়ার। হ্যাপি আক্তারদের ভালবাসায় এগিয়ে যায় সিদীপ, যে পাশে দাঁড়ায় হাজারো হ্যাপি আক্তারের।

বিভিন্ন ধরনের আর্থিক সেবা

সিদীপ সদস্যদের ঋণের চাহিদা বিবেচনা করে বাস্তব অবস্থার নিমিত্তে বিভিন্ন ধরনের ঋণ বিতরণ করে থাকে। খাতভিত্তিক বিভিন্ন ঋণের তথ্য নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

ক্র. নং	বিবরণ	জুলাই '১৭ হতে জুন '১৮ পর্যন্ত ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)			জুলাই '১৮ হতে জুন '১৯ পর্যন্ত ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)		
		জন	টাকা (পরিমাণ)	ঋণস্থিতি	জন	টাকা (পরিমাণ)	ঋণস্থিতি
১	জাগরণ (সাধারণ)	১,২০,৩৭৭	৩৬,৬০৯.৮২	১৭,৮৪২.১৮	১,৩১,১০২	৪৩,৪১১.১৮	২৫,২৮২.৩৯
২	অগ্রসর (উদ্যোক্তা)	৬৬,৫৯৮	৫৭,৮৪০.৭৭	৩০,৯১১.৫৫	৭০,৬৩১	৬৬,৪৬১.১৯	৩৪,১৬১.১৪
৩	বুনিয়াদ (হতদরিদ্র)	৩৪৬	৭২.২১	৫১.৮১	৭৩৪	১৪৬.৫৭	৯২.১৪
৪	সুফলন (মৌসুমী)	৯,২৫৬	২,৪০০.৮০	১,০৯১.৩৬	৯,৬৬৩	২,৪২৩.৯০	৫৮২.১৫
৫	এসএমএপি (কৃষিখাত)	৫,১৯২	১,২৮৫.৫৯	৮২৮.৩৩	১৬,২৬৪	৪,৪৯৯.৬৫	৩,০৬৯.৮৬
৬	সমৃদ্ধি-আইজিএ	৬৯১	৩৫৬.৩৪	২৪৯.৬৭	১৫৫৩	৭৩৮.৫৫	৩৮৮.১৬
৭	সোলার	৭৮৬	১০৮.৬১	৬২.৩৯	৬০১	৮৫.৩২	৩৮.০৭
৮	জীবনমান উন্নয়ন	-	-	-	৩,৫৫০	৭৩৮.৪০	৪৪১.৮১
	মোট	২,০৩,২৪৬	৯৮,৬৭৪.১৪	৫১,০৩৭.৯৬	২,৩৪,০৯৮	১,১৮,৫০৪.৭৬	৬৪,০৫৫.৭২

সঞ্চয় কার্যক্রম

সমিতিবদ্ধ দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি তাদের প্রদত্ত সঞ্চয় জমার মাধ্যমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে একত্রিত করে সদস্যদের পুঁজি গঠনের লক্ষ্যে সংস্থায় তিন ধরনের সঞ্চয় প্রোডাক্ট চালু রয়েছে। বাধ্যতামূলক সঞ্চয় (সাধারণ) সমিতির সভায় সদস্যরা কিস্তির সাথে জমা করে থাকেন। স্বেচ্ছা সঞ্চয় সদস্যগণ যে কোন সময় যে কোন পরিমাণ জমা করার পাশাপাশি অফিস চলাকালীন সময়ে উত্তোলন করতে পারেন। মেয়াদী সঞ্চয় দু ধরনের: ১. মাসিক মেয়াদী সঞ্চয়ে সদস্য মাসের একটি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ সঞ্চয় জমা করে থাকেন। ২. নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এককালীন জমা।

প্রোডাক্টভিত্তিক সঞ্চয় বৃদ্ধির পরিমাণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

ক্র. নং	বিবরণ	অগ্রগতির ক্রমপুঞ্জিভূত অবস্থান	
		জুন ২০১৮ (লক্ষ টাকা)	জুন ২০১৯ (লক্ষ টাকা)
১	বাধ্যতামূলক (সাধারণ)	১৬,৭৩১.৭৬	১৮,৯৫৮.৩১
২	স্বেচ্ছা	২,৭৫৪.৯৪	৪,১২৩.৩৫
৩	মেয়াদী (মাসিক)	৪,৮৬৬.৪৬	৬,৪৬১.৭৩
৩.১	মেয়াদী (এফডিআর)	৩১.৮৫	৩৩১.৬০
	মোট	২৪,৬৭১.৬৭	২৯,৮৭৪.৯৯

ক্ষুদ্রঝুঁকি ও সদস্য কল্যাণ তহবিলের ব্যবহার

বর্তমান অর্থবছরে ক্ষুদ্রঝুঁকি ও সদস্য কল্যাণ তহবিল খাতে ১% হারে মোট ১১,৯৩,৮৮,২৭৯ টাকা আদায় হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ৮,১২,৯৪,৩২০ টাকা। এ তহবিলে ক্রমপুঞ্জিভূত মোট স্থিতির জমার পরিমাণ ২০,১২,২৯,৪৩৩ টাকা।

এ অর্থবছরে মোট ১,৫৭৯ জন মৃত্যুবরণ করায় দাফন-কাফন এবং সৎকারের জন্য এই তহবিল থেকে মোট ৭৮,৯৫,০০০ টাকা ঐসব পরিবারগুলোকে প্রদান করা হয়েছে। সংস্থার নীতিমালা অনুযায়ী সদস্য বা তার স্বামী মারা গেলে তাদের অপরিশোধিত ঋণ মওকুফ করা হয়। তাদের জন্য এ বছর সর্বমোট ৪,৮৮,৭২,৯১৫ টাকা মওকুফ করা হয়েছে। ঋণ গ্রহণের পর বন্যা, খরা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারি, আগুনে পোড়া, শারীরিক অক্ষমতা, মানসিক বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়া, অঙ্গহানি, দুরারোগ্য ব্যাধি, কুষ্ঠরোগ, দীর্ঘদিন যাবৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকা, বিভিন্ন কারণে এলাকা ত্যাগ ইত্যাদি কারণে প্রকল্প নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে মোট ৬০০ জনকে ১,৬০,১৮,৫৪৪ টাকা ঋণ মওকুফ করা হয়েছে।

শিক্ষা কার্যক্রম

শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার অন্যতম একটি
প্রধান কারণ চিহ্নিত করতে পেরেছিল
সিদীপ। এরই প্রেক্ষাপটে একটি
অশিক্ষিত ও দরিদ্র মা-বাবার প্রাথমিক
বিদ্যালয়গামী শিশুর পরের দিনের
ক্লাসের পড়া তৈরি করে দেয়াই ছিল
এই কর্মসূচির লক্ষ্য। এজন্য বেছে
নেয়া হয় প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি থেকে
দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের

শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি (শিসক)

২০১৯ সালের ১ এপ্রিল সিদীপের শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি (শিসক) পনেরো বছরে পা রেখেছে। স্কুল থেকে ঝরে পড়া রোধে সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমকে সহায়তার উদ্দেশ্যেই মূলত সিদীপ এই কর্মসূচি শুরু করেছিল। এই শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার অন্যতম একটি প্রধান কারণ চিহ্নিত করতে পেরেছিল সিদীপ। এরই প্রেক্ষাপটে একটি অশিক্ষিত ও দরিদ্র মা-বাবার প্রাথমিক বিদ্যালয়গামী শিশুর পরের দিনের ক্লাসের পড়া তৈরি করে দেয়াই ছিল এই কর্মসূচির লক্ষ্য। এজন্য বেছে নেয়া হয় প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি থেকে দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের। ব্যাপক সফলতার পর পিকেএসএফের অনেক শরিক উন্নয়ন সংস্থা ও 'আশা' এই কর্মসূচি অনুসরণ করে এটির ব্যাপ্তি অনেক বাড়িয়ে তুলেছে।

দীর্ঘদিনের অব্যাহত প্রয়াসে এই শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি সংস্থার কর্ম-এলাকার মানুষের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। নতুন নতুন মাত্রা যোগ করে গ্রামীণ শিশুদের শিক্ষা-স্বাস্থ্য-মননের বিকাশে শিসক এখন এক উদাহরণ। গ্রামের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে শিশুশিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতায় উদ্বুদ্ধ করতে অনেকটাই সফল হয়েছে এই শিক্ষা কর্মসূচি। একে সময়োপযোগী এবং আরো বেশি শিশু-বিকাশ-বান্ধব করে তোলার লক্ষ্যে এ কর্মসূচিতে একে একে যোগ হয়েছে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা চর্চা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, প্রবীণ সংবর্ধনা এবং প্রকৃতি পাঠ।

পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন

২০১৮-'১৯ অর্থবছরে শিসক বাস্তবায়ন এবং একে আরো কার্যকর করে তোলার জন্য বেশকিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল, যার অধিকাংশই বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছে। পরিকল্পনা ছিল ২০১৯ সালের জানুয়ারির ১ তারিখে ১২৬টি শাখায় ২০টি করে শিক্ষাকেন্দ্র, অর্থাৎ মোট ২,৫২০টি শিক্ষাকেন্দ্র চালু করা এবং প্রতিটি শিক্ষাকেন্দ্রে ২০ থেকে ৩০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী জানুয়ারিতে ২,৫২০টি শিক্ষাকেন্দ্র চালু করা সম্ভব হলেও শিক্ষিকাদের বিয়ে হয়ে অন্যত্র চলে যাওয়া, অসুস্থতা ইত্যাদি কারণে জুন মাস নাগাদ এ সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ২,৪২১টিতে। শিক্ষার্থীসংখ্যার ক্ষেত্রে অবশ্য পরিকল্পনা বাস্তবায়ন পুরোপুরি সম্ভব হয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিমাসে প্রতিটি শাখায় শিক্ষিকাদের রিফ্রেশার্স, অভিভাবক সভা ও প্রকৃতি পাঠ নিয়মানুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে। তিন স্তরের মনিটরিংও জোরদার করা হয়েছে পরিকল্পনা মোতাবেক (শিক্ষা সুপারভাইজারের মনিটরিং, ব্রাঞ্চ ও এরিয়া ম্যানেজারদের মনিটরিং এবং প্রধান কার্যালয়ের শিসক কর্মকর্তাদের মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন ও অনলাইন মনিটরিং)। শিসকের নানামুখী কর্মকাণ্ডের নথিপত্রের ফাইল এবং শিক্ষালোক ও শিসকসংক্রান্ত বইপত্র সংরক্ষণের জন্য প্রতিটি শাখা অফিসে ব্যবস্থা গ্রহণের পরিকল্পনা পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়েছে।

২০১৮-'১৯ অর্থবছরে শিসক অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে যা এ কর্মসূচিকে ভবিষ্যতে আরো সমৃদ্ধ করে তুলবে। ২০১৮ ও ২০১৯এ বর্ষ শুরুর আগেই সে বছরের জন্য শিসক পরিচালনার নীতিমালা প্রণয়ন করে সকল শিক্ষা সুপারভাইজারকে তা অনুসরণ করতে বলা হয়। এতে এ কর্মসূচি আগের চেয়ে আরো অনেক নিয়মনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

প্রকৃতি পাঠে শিক্ষাকেন্দ্রের শিশুরা

বর্তমান অবস্থা

২০১৯এর ফেব্রুয়ারি মাসে প্রধান কার্যালয়ে ৬টি ব্যাচে শিক্ষা সুপারভাইজারদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। এই প্রশিক্ষণে মনিটরিং, পাঠদান কৌশল, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, প্রকৃতি পাঠ, অভিভাবক সভা, রিফ্রেশার্স ইত্যাদি আরো ফলপ্রসূ করার উপায় ছাড়াও আইটি টিম দিয়ে শিক্ষা সুপারভাইজারদের বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় অনলাইন রিপোর্টিংয়ের ওপর।

শিক্ষা সুপারভাইজারগণ প্রতিদিন কমপক্ষে দুটি শিক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন তো করছেনই, প্রধান কার্যালয়ের শিসক কর্মকর্তাগণও টেলিফোনে সরাসরি শিক্ষা সুপারভাইজার ও শিক্ষিকাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ করে মনিটর করছেন। সিদীপের ১৬২ট শাখার মধ্যে এ বছর ১২৬টি শাখায় শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি চালু রয়েছে। সুপারভাইজারদের পাঠানো রিপোর্ট অনুযায়ী শিক্ষাকেন্দ্রে মোট শিক্ষার্থী ছিল ৪৯,৭৯৬ জন। এদের ভেতর বালিকা ছিল ২৬,৫৩২ জন এবং বালক ছিল ২৩,২৬৪ জন। শিক্ষা সুপারভাইজারদের রিপোর্ট অনুযায়ী শিক্ষার্থী উপস্থিতির হার ছিল ৮৫%।

স্বপ্ন বোনার পাঠশালা

গাজীপুরের পোড়াবাড়িতে কাথরা গ্রামে চলে সিদীপের একটি উঠান স্কুল যার শিক্ষিকা শামছুন্নাহার। তিনি শিক্ষিকা হিসেবে নিবেদিত-প্রাণ। তার কাছে যেসব শিশু পড়ে তারা বেশিরভাগই স্কুলের পরীক্ষায় ভাল ফল করে। এর ফলে অভিভাবকগণ খুবই খুশি এবং তারা তাদের ছেলেমেয়েকে এই শিক্ষিকার কাছে পড়াতে চান।

টেক কাথরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু শ্রেণিতে পড়ে জুনায়েত। সে স্কুলে ১ম সাময়িক পরীক্ষায় বাংলায় ৭৭, গণিতে ৯৮ ও ইংরেজিতে ৮২ পেয়েছে। একই স্কুলের মীম, মণি ও নুপূরও ১ম সাময়িক পরীক্ষায় ভাল ফল করেছে। জিহান টেক কাথরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ম শ্রেণির ছাত্র, রোল নম্বর ১। স্কুলে ১ম সাময়িক পরীক্ষায় সে বাংলায় ৭৯, গণিতে ৮০ ও ইংরেজিতে ৯০ পেয়েছে। একইভাবে তার সহপাঠী উম্মে আইমানও ভাল রেজাল্ট করেছে। আবার ঐ স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে রাফিয়ার রোল নম্বর ৭ ও হামজার রোল নম্বর ৮।

আল হাজিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণিতে মিথিলার রোল নম্বর ১। সে স্কুলে ১ম সাময়িক পরীক্ষায় বাংলায়, গণিতে ও ইংরেজিতে পেয়েছে যথাক্রমে ১০০, ৯৭ ও ৯৮। আল হাজিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শ্রেণিতে সোহানার রোল নম্বর ১ ও আমেনার রোল নম্বর ৩। প্রথম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় ও দ্বিতীয় শ্রেণীর সাময়িক পরীক্ষায় তারা দুজনই ভাল ফল করেছে। একই স্কুলের একই ক্লাসের শিক্ষার্থী বৈশাখী ও জেরিন। তারাও প্রত্যেকে বাংলা, গণিত ও ইংরেজির প্রতি বিষয়ে ৮০ নম্বরের উপরে পেয়েছে।

শিক্ষিকা শামছুন্নাহার নিজে সাধারণ দরিদ্র পরিবারের সন্তান। চার বোনের মধ্যে তিনি তৃতীয়। বাবার পক্ষে তাদের লেখাপড়া করানো কষ্টকর হয়ে পড়ে। সেই থেকে তিনি বাবার পাশে দাঁড়ানোর সংকল্প করেন। নিজের পড়াশোনার পাশাপাশি ছোট ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখান। শুধু লেখাপড়া শিখানো নয়, তিনি চান তার কাছে যারা পড়ে তারা যেন স্কুলে পরীক্ষায় ভাল ফল করে।

শামছুন্নাহার বলেন, “আমার মূল লক্ষ্য টাকা অর্জন নয়। আমি চাই ভাল শিক্ষা দিতে। আবার শুধু পড়ালে হবে না। শিশুদেরকে হাসি ও খেলার সাথে পড়াতে হবে। ওদের সাথে বন্ধুত্বসুলভ আচরণ করতে হবে। তাহলে প্রত্যেক শিশু ভাল করে পড়া শিখতে পারবে।”

তিনি শিশুদের মাঝে বড় হওয়ার স্বপ্নের বীজ বুনে দেন এভাবে: “আমরা কাজ করি ভাই, মনের সুখে জীবনটাকে গড়তে চাই। স্বপ্ন মোদের বড় হব, লেখাপড়া শিখতে চাই।”

কলমই হোক জিসানের কণ্ঠস্বর

মা-বাবার অভাবের সংসার। সংসার চালাতে মা-বাবা দুজনকেই কাজ করতে হয় গার্মেন্ট ফ্যাক্টরিতে। ছেলে তাই বেড়ে উঠছে গ্রামে দাদির কাছে। নাম জিসান, একাগ্র চিত্তে লিখছে আর তাকিয়ে তাকিয়ে নিজের লেখা দেখছে। যেভাবে একজন শিল্পী তার আঁকা ছবির দিকে তাকায় ঠিক সেভাবে। সে সিদীপের শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচির অধীনে পারিচালিত এক স্কুলের ছাত্র।

তার পাশের বাড়িতে যখন সিদীপ স্কুলের ছোট ছোট শিশুরা পড়তে আসে তখন সে অল্প দূরে দাঁড়িয়ে তাদের দেখত। একদিন ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় কুটি এলাকার হায়দ্রাবাদ শাখার শিক্ষা সুপারভাইজার মাহমুদা আক্তার মা-বাবাকে ছেড়ে দাদির কাছে বেড়ে ওঠা জিসানকে জিজ্ঞেস করেন সে স্কুলে যায় কিনা, পড়তে চায় কিনা। জিসান তখন নিরুত্তর। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে, কোন কথারই উত্তর দেয় না।

অন্য ছেলেমেয়েরা বলে, ম্যাডাম, ও তো কথা বলতে পারে না, কানেও শুনে না।

তখন শিক্ষা সুপারভাইজার তাকে ইশারা করে জানতে চান সে লেখাপড়া করতে চায় কিনা। সে মাথা ঝাঁকায়। পরদিন থেকেই পরিপাটি হয়ে সিদীপ স্কুলে আসে এবং মাত্র দু-তিন দিনেই সে লিখতে শিখে ফেলে। এখন দেখে দেখে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ লিখতে পারে।

তার চোখে এখন হয়তোবা এক অন্যরকম স্বপ্ন। মায়ের ভাষাটা, মনের কথাটা সে বলে বুঝাতে না পারলেও হয়তোবা এই স্কুলের শিক্ষিকা পপি আক্তারের হাত ধরে সে লিখে বুঝাতে সক্ষম হবে। জিসানের জন্য সবার দোয়া, যেনো কলমই তার কণ্ঠস্বর হয়।

সিদীপ মডার্ন স্কুল

'শিক্ষার্থীদের শুধু পাঠদানই করা হয় না, সাফল্য অর্জনেরও দায়িত্ব নেয়া হয়' বাণীকে বুকে ধারণ করে ২০১৩ সালে ৩টি স্কুল প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সিদীপ মডার্ন স্কুলের যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে ১৯টি ক্যাম্পাসে সৃজনশীল পদ্ধতিতে শিক্ষাদান, আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির প্রবর্তন, সুপ্ত মেধার বিকাশ সাধন, উন্নত মননশীলতা নির্মাণ ইত্যাদি লক্ষ্য নিয়ে সিদীপ মডার্ন স্কুলের ফরমাল শিক্ষা কার্যক্রম চলছে। ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, কুমিল্লা, চাঁদপুর, নোয়াখালী, লক্ষীপুর এই মোট ৮টি জেলায় মডার্ন স্কুল রয়েছে।

ক্যাম্পাস	শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা	শিক্ষার্থী সংখ্যা		
		ছাত্র	ছাত্রী	মোট ছাত্রছাত্রী
১৯টি	১০৪	৭৯৯	৮৬০	১৬৫৯

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও এক মার্জিয়ার কথা

এবছর ১৯ থেকে ২৪ জানুয়ারি পর্যন্ত সিদীপের সব শিক্ষাকেন্দ্রে 'সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রবীণ সংবর্ধনা' উদযাপিত হয়েছে। কুমিল্লা জেলার শ্রীকাইল, হায়দ্রাবাদ ও দ. বাঙ্গুরা শাখার অনুষ্ঠানসমূহে কবিতা পড়া, দেশাত্মবোধক গান, নৃত্য, যেমন খুশি তেমন সাজো, বাচ্চাদের চকলেট দৌড়, মোরগ লড়াই ইত্যাদি আয়োজিত হয়। কোন কোন অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকগণও পিলো পাসিংসহ বিভিন্ন খেলায় অংশগ্রহণ করেছেন।

প্রতিটি অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের মাঝে 'সান্ত্বনা পুরস্কার' বিতরণ করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রচুর লোক সমাগম হয়েছে এবং সকলে সুশৃঙ্খলভাবে অনুষ্ঠান পরিচালনায় সহযোগিতা করেছেন। প্রতিটি অনুষ্ঠানে এলাকার ছাত্রছাত্রী বয়োবৃদ্ধ নারী ও পুরুষকে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে সম্মান প্রদর্শন করে। এ বিষয়ে তাদের প্রতিক্রিয়ায় দেখা যায়, তারা আবেগতাড়িত হয়ে আয়োজক প্রতিষ্ঠানকে আনন্দাশ্রুমিশ্রিত কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

অনুষ্ঠানগুলোতে স্থানীয় স্কুলসমূহের শিক্ষক-শিক্ষিকা, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছেন এবং অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকেই এ ধরনের অনুষ্ঠানকে শিক্ষণীয় ও ছাত্রছাত্রীগণের মেধা বিকাশের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ বলে মত প্রকাশ করেন। প্রতি বৎসরেই এ ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজনে তারা সার্বিক সহযোগিতা করার আগ্রহ প্রকাশ করেন।

হায়দ্রাবাদ শাখার ফুলঘর গ্রামের একটি অনুষ্ঠানে একজন শিক্ষিকা আনুমানিক ৮/৯ বৎসরের একটি মেয়েকে উপস্থিত অতিথিবৃন্দের সামনে এনে পরিচয় করিয়ে বললেন, মেয়েটির নাম মার্জিয়া, সে শ্রবণ ও বাক-প্রতিবন্ধী। তখনি বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে সবাই তাকিয়ে দেখলো সে এক নৃত্যশিল্পীর সাজে মঞ্চের সামনে দাঁড়ানো। সবাই ভাবছে, সে শ্রবণ ও বাক-প্রতিবন্ধী হলে গান-নৃত্য কিভাবে করবে, আর তা না পারলে নৃত্যশিল্পীর সাজে আসলই বা কেন? তখনও অপেক্ষা, দেখি না কী হয়।

ইতিমধ্যে শিক্ষিকা দূর থেকে মেয়েটির সামনে মোবাইলে নৃত্য চালু করে ধরলেন এবং মোবাইলের নৃত্য দেখে দেখে সে নিজে নজরকাড়া নাচ উপহার দিল। যা দেখে দর্শক সারিতে সবাই হাততালির মাধ্যমে তাকে উৎসাহ দেয়াসহ নিজেরাও ক্ষণিকের জন্য নিজেদেরকে আনন্দের জোয়ারে ভাসালেন যার ঢেউ আশপাশে উপস্থিত সবাইকে যেন এক মোহে নিমজ্জিত করে ফেলে। প্রত্যেকে সেই প্রতিবন্ধী মার্জিয়ার মেধা ও সৃষ্টিশীলতার ভূয়সী প্রশংসা করলো।

এখানে উল্লেখ্য, মার্জিয়া বর্তমানে প্রথম শ্রেণীতে পড়ার জন্য নিয়মিত বারেশ্বর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসা-যাওয়া করে এবং এর সাথে সিদীপ শিক্ষাকেন্দ্রেও নিয়মিত লেখাপড়া করতে আসে। জানা গেল, তার আপন ছোট ভাইও তারই মত প্রতিবন্ধী। কতই না দুঃখের গহীনে, সমাজের বিরামহীন পথ চলার আড়ালে-আবডালে মার্জিয়াদের বসবাস! এদের খবর রাখে কে? তবে অনেক প্রশ্নের মাঝেও একটি উত্তর খুঁজে পেয়েছি, সংস্থা হিসেবে সিদীপ এমন অজানা-অচেনা অফুটন্ত শত ফুলের সন্ধান দিতে কাজ করে যাচ্ছে।

স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি

বর্তমানে সিদীপের ১০০টি শাখায় স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি চলমান রয়েছে। উক্ত কর্মসূচি পরিচালনার জন্য মাঠ পর্যায়ে ১০৪ জন উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার কর্মরত রয়েছেন। তাদেরকে বিএমডিসি-র (বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল) নির্দেশনা মোতাবেক প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করতে হয়

সিদীপ স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য হলো দেশের স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা এবং সিদীপের সদস্য ও তাদের পরিবারের জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে অবদান রাখা। স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি, রোগ প্রতিরোধ এবং আগাম রোগ নির্ণয় ইত্যাদি স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচির অন্যতম কর্মকাণ্ড। বর্তমানে সিদীপের ১০০টি শাখায় স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি চলমান রয়েছে। উক্ত কর্মসূচি পরিচালনার জন্য মাঠ পর্যায়ে ১০৪ জন উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার কর্মরত রয়েছেন। তাদেরকে বিএমডিসি-র (বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল) নির্দেশনা মোতাবেক প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করতে হয়। ২০১৮ সালের মে মাসে হালনাগাদকৃত এবং অনুমোদিত ৭৩টি ঔষধ অনুসরণ করে তারা প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করে থাকেন। প্রতিদিন সকাল ৮টার মধ্যে ফিল্ড স্ট্যাটিক ক্লিনিক আয়োজন করে সদস্যদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য তারা ক্ষুদ্রঋণ সমিতিতে যান এবং শাখায় ঋণ বিতরণকালে সময়ে (দুপুর ১২টা হতে ৩টা) অফিসে উপস্থিত থেকে গ্রাহকদের প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন। বিকাল সাড়ে ৩টা থেকে অফিসে অবস্থান করে পুনরায় শাখা পর্যায়ে ব্রাঞ্চ স্ট্যাটিক ক্লিনিকের মাধ্যমে সেবা গ্রহীতাদের চিকিৎসা সেবা দিয়ে থাকেন।

এছাড়াও বর্তমানে ৪৩টি শাখায় ২১৫ জন হেলথ ভলান্টিয়ার কর্মরত আছেন। মাঠ পর্যায়ে তারা নিয়মিত উঠান বৈঠকের মাধ্যমে নিজ কর্ম এলাকায় সিদীপ স্বাস্থ্য সেবা কর্মসূচির বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরছেন এবং গ্রামের মানুষের মাঝে স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টি করেন। তাদের মূল কার্যক্রম হলো বাড়িবাড়ি ঘুরে ডায়াবেটিস টেস্ট (Blood Glucose Monitoring) করা, গর্ভধারণ সনাক্ত করা (Pregnancy Test), রে-থেরাপি (Ray Therapy) দেয়া ইত্যাদি প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কার্যসমূহ সম্পাদন করা। তারা পাশাপাশি বিনামূল্যে রোগীদের দৈহিক ওজন নিয়ে থাকেন, গায়ের তাপমাত্রা ও ব্লাড প্রেসার রেকর্ড করেন।

২০১৮-'১৯ অর্থবছরে স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচির আওতায় ৪,৩৮,১৯৩ জন রোগী দেখা হয়েছে যার মধ্যে মহিলা রোগীর সংখ্যা ৩,৬২,৩৯১ এবং পুরুষ রোগীর সংখ্যা ৭৫,৮০২, অনূর্ধ্ব ১২ বছরের শিশুর সংখ্যা ২২,৬৯০। রোগীদের মধ্যে সিদীপের সদস্য ৩,৩১,৯৫৫ জন, পরিবারের সদস্য ১,০৫,৬৭৩ জন আর সদস্য নন এমন রোগী ৪১৫ জন। উক্ত রোগীদের মধ্যে ব্রাঞ্চ স্ট্যাটিক ক্লিনিকের মাধ্যমে ১,৫৬,৯৬৮ জন, ফিল্ড স্ট্যাটিকের মাধ্যমে ২,৬৪,৪০৭ জন এবং স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে ১৬,৮১৮ জন সেবা গ্রহণ করেন।

এ অর্থবছরে সিদীপের নতুন ১০টি শাখায় ১০ জন উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার নিয়োগপূর্বক স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি সম্প্রসারণ করার পরিকল্পনা সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছে, পাশাপাশি ২০টি শাখায় ১০০ জন হেলথ ভলান্টিয়ার নিয়োগের পরিকল্পনাও প্রায় শতভাগ নিশ্চিত হয়েছে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে সিদীপ স্বাস্থ্যসেবা কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন ক্লিনিকে সেবাপ্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা

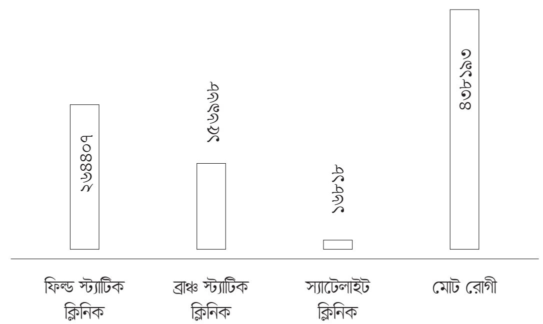

২০১৮-১৯ অর্থবছরে সিদীপে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্ত মহিলা ও পুরুষ রোগীর অনুপাত

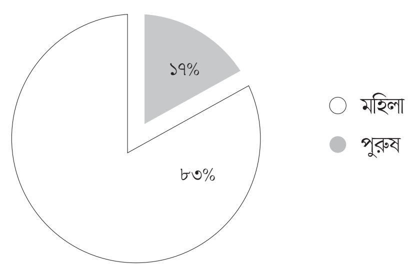

২০১৮-১৯ অর্থবছরে স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন শাখায় ১২,৮৬০ জন জ্বরের রোগী, ৩,৯০১ জন ডায়রিয়া রোগী, ৩২,২৬৬ জন পেপটিক আলসার রোগী, ২৯,০৭৪ জন উচ্চ রক্তচাপের রোগী, ১০,৪৩২ জন ডায়াবেটিস রোগী, ২৮,৬০৫ জন কোমর ব্যথার রোগী এবং ২,১৮৮ জন প্রসূতি মা প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য যে, সিদীপে কর্মরত ২ জন অপ্টোমেট্রিস্ট দ্বারা পরিচালিত চক্ষু ক্যাম্প করে বিগত অর্থবছরে ৪০১৬ জন চক্ষুরোগীর প্রাথমিক চক্ষু সেবা প্রদান করা হয়। এদের চক্ষুসমস্যা হলো দৃষ্টিজনিত ত্রুটি, কনজাংটিভাইটিস, ডেক্রেসিসটাইটিস, গ্লুকোমা ও চোখের ছানি। তাদের ১,৩১৪ জনকে চশমা প্রদান করা হয় এবং ৭৩৫ জন ক্যাটারেক্ট (চোখের ছানি) রোগীকে ছানি অপারেশনের জন্য চক্ষু হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়।

পরীক্ষামূলকভাবে সিদীপের সোনারগাঁ শাখায় টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার কর্তৃক টেলিডার্মা কার্যক্রম চালু হয়েছে। প্রথম দিন ১০ জন চর্মরোগীকে সিদীপ প্রধান কার্যালয় থেকে টেলিকনফারেন্সের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রফেসর ডা. নার্গিস আক্তার চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন।

সমৃদ্ধি কর্মসূচি

"দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি)" কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এটি একটি বহুমাত্রিক প্রয়াস যার মূল চেতনা 'উন্নয়নের কেন্দ্রে মানুষ', এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হলো দেশের প্রত্যন্ত এলাকার দরিদ্র পরিবারগুলোর টেকসই উন্নয়ন ও সামগ্রিক দারিদ্র্য দূরীকরণ নিশ্চিত করা

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশনের (পিকেএসএফ) সহায়তায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা উপজেলায় সিদীপের চারগাছ শাখার আওতাধীন মূলগ্রাম ইউনিয়নে এবং একই জেলার নবীনগর উপজেলায় সিদীপের রতনপুর শাখার আওতাধীন রতনপুর ইউনিয়নে "দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি)" কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এটি একটি বহুমাত্রিক প্রয়াস যার মূল চেতনা 'উন্নয়নের কেন্দ্রে মানুষ।' এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হলো দেশের প্রত্যন্ত এলাকার দরিদ্র পরিবারগুলোর টেকসই উন্নয়ন ও সামগ্রিক দারিদ্র্য দূরীকরণ নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্যে উল্লিখিত দুটি ইউনিয়নে স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টি, শিক্ষা সহায়তা, সামাজিক উন্নয়ন এবং সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। মানুষকে উন্নয়নের কেন্দ্রে রেখে যেসব কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তা হলো:

শিক্ষা কার্যক্রম

নিরক্ষর ও দরিদ্র পরিবারের শিশু সন্তান যারা শিশু শ্রেণি থেকে ২য় শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করে তাদের শিক্ষায় সহায়তার উদ্দেশ্যে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মূলগ্রাম ইউনিয়নের ১৭টি গ্রামে মোট ৩০টি শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনার মাধ্যমে মোট ৭৮৩ জন এবং রতনপুর ইউনিয়নের ১৪টি গ্রামে মোট ৩০টি শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনার মাধ্যমে মোট ৭৬৯ জন পিছিয়ে পড়া দরিদ্র পরিবারের শিশু শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে যাতে তারা প্রতিদিনের স্কুলের পড়া প্রতিদিনই তৈরি করতে পারে। ২ জন শিক্ষা সুপারভাইজার ও ১ জন সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা এ কার্যক্রম নিয়মিত পরিদর্শন ও মূল্যায়ন করেন। মূলগ্রাম ও রতনপুর ইউনিয়নের শিক্ষাকেন্দ্রগুলোয় মাসিক গড় উপস্থিতি যথাক্রমে প্রায় ৯৪% ও ৮১%।

স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম

মূলগাম ইউনিয়নে ১৭টি গ্রামে মোট ৯,৩৫১টি এবং রতনপুর ইউনিয়নে ১৪টি গ্রামে মোট ৬,৮১১টি পরিবারের বসবাস। মূলগ্রাম ইউনিয়নে ১৮ জন এবং রতনপুর ইউনিয়নে ১৪ জন স্বাস্থ্য পরিদর্শক প্রতিদিন ২০-২৫টি পরিবার পরিদর্শন করেন। তারা টিকা গ্রহণ, বাল্য বিবাহের কুফল, যৌতুক গ্রহণ ও বহু বিবাহের কুফল, গর্ভবতী পরিচর্যা, শিশুর যত্ন নেওয়া, শিশু শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে মানুষকে সচেতন করেন।

মূলগ্রাম ইউনিয়নে মোট ৯৬টি এবং রতনপুর ইউনিয়নে মোট ৮৫টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক পরিচালনা করা হয়। একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার গ্রাম পর্যায়ে সুবিধাজনক স্থানে ক্যাম্পের মাধ্যমে রোগীদের সেবা প্রদান করেন।

প্রতিটি ইউনিয়নে একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা ৪টি করে সাধারণ স্বাস্থ্যক্যাম্প আয়োজনের মাধ্যমে মূলগ্রাম ইউনিয়নে মোট ৯১৫ জন এবং রতনপুর ইউনিয়নে ৬৯৫ জন রোগীকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। এছাড়া প্রতিটি ইউনিয়নে ২ জন স্বাস্থ্য কর্মকর্তার (উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার) মাধ্যমে মূলগ্রাম ইউনিয়নে মোট ৪,২৩৬ জন ও রতনপুর ইউনিয়নে মোট ২,২৪০ জন রোগীকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়।

সাধারণ চিকিৎসা সেবার পাশাপাশি প্রতিটি ইউনিয়নে ১টি করে চক্ষুক্যাম্প আয়োজনের মাধ্যমে মূলগ্রাম ইউনিয়নে ২৪২ জন এবং রতনপুর ইউনিয়নে ৮১ জন রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা ও ঔষধ প্রদান করা হয়। চক্ষু চিকিৎসা শিবির আয়োজন করে মূলগ্রাম ইউনিয়নে ২৬ জন ও রতনপুর ইউনিয়নে ১৫ জনের ছানি অপারেশন করা হয়।

স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের আওতায় মূলগ্রাম ইউনিয়নে ৪,৯০৬ জন এবং রতনপুর ইউনিয়নে ৩,১৮০ জন রোগীর ডায়াবেটিস টেস্ট করা হয় এবং তাদেরকে সুস্থ থাকার জন্য বিভিন্ন পরামর্শ দেয়া হয়।

প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিটি ইউনিয়নে ১০০টি অসহায় ও দরিদ্র পরিবারের মাঝে স্যানিটারি ল্যাট্রিন বিতরণ করা হয়। প্রতিটি ইউনিয়নে ৮টি করে (৪টি সমৃদ্ধি কেন্দ্রঘরে ও ৮টি প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে) টিউবওয়েল স্থাপন করা হয়েছে।

অন্যান্য কার্যক্রম

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তার লক্ষ্যে দুটি ইউনিয়নে ৫০টি করে ভার্মি কম্পোস্ট প্লান্ট স্থাপন করা হয়।

ভিক্ষুকদের সমাজে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে এ অর্থবছরে রতনপুর ইউনিয়নে ২ জনকে পুনর্বাসন করা হয়। পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে প্রত্যেককে ২ কানি (৬০ শতক) জমি বন্ধক, বকনা গরু/ছাগল এবং ১টি অটো রিকশা প্রদান করা হয়।

যুব সমাজকে সঠিকপথে পরিচালনার জন্য সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় যুব সমাজের "আত্ম উপলব্ধি, নেতৃত্ব বিকাশ ও করণীয় নির্ধারণ" শীর্ষক ২ দিনব্যাপি ভিডিওভিত্তিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

যে সমস্ত পরিবারে প্রতিবন্ধী সদস্য আছে এমন পরিবারের সদস্যকে বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রমের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। মূলগ্রাম ইউনিয়নে মোট ৫ জন সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ অর্থবছরে মোট ৮০ হাজার টাকা জমা হয়েছে।

গত ১ জুলাই ২০১৮ থেকে সংস্থার চারগাছ শাখার আওতায় মূলগ্রাম ইউনিয়নে ও রতনপুর শাখার আওতায় রতনপুর ইউনিয়নে সমৃদ্ধির অধীনে 'প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন' কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। উক্ত কর্মসূচির আওতায় প্রবীণদের মর্যাদাপূর্ণ, দারিদ্র্যমুক্ত, কর্মময়, সুস্বাস্থ্য ও নিরাপদ সামাজিক জীবন নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা ২০১৩-এর সাথে সঙ্গতি রেখে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

গবেষণা ও প্রকাশনা

দুটি বৃহৎ কর্মসূচি সফলভাবে
পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে ক্ষুদ্রঋণ
কার্যক্রমের জন্য বিদ্যমান কাঠামোর
ওপর ভর করার ফলে। মাঠ পর্যায়ে
প্রয়োগ করতে গিয়ে ভুল থেকে শিক্ষা
গ্রহণের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এ ধরনের
কর্মসূচি পরিচালনা করার উপযোগী
একটা ব্যবস্থাপনা কাঠামো ইতিমধ্যে
সংস্থায় তৈরি হয়েছে

গবেষণা

১. শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচির অগ্রগতি পর্যালোচনা

সিদীপের শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচির অগ্রগতি নিয়ে Education Support Programme of CDIP শীর্ষক একটি অনুসন্ধানী পর্যালোচনা করেছেন লেখক-গবেষক ফজলুল বারি। শিসকের জুলাই ২০১৭ থেকে জুন ২০১৮ পর্যন্ত শিক্ষা সুপারভাইজারদের কাছ থেকে অনলাইনে প্রাপ্ত মাসিক রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ নিয়ে এ পর্যালোচনাটি করা হয়েছে। এ অনুসন্ধানী প্রতিবেদন থেকে দেখা যায়, ১৮টি জেলায় সিদীপের ২৪টি এরিয়ার শিক্ষাকেন্দ্রে একমাত্র ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও কুমিল্লার অন্তর্গত কুটি এরিয়া বাদে প্রত্যেকটি এরিয়ায় মেয়েশিশু শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছেলেশিশু শিক্ষার্থীর চেয়ে বেশি। প্রতিবেদনটিতে দেখা যায় যে, সিদীপ শিক্ষাকেন্দ্রে ১ জন শিক্ষিকা গড়ে ১৯ জন শিশুকে পাঠে সহায়তা দান করেন যার মধ্যে গড়ে ৯ জন বালক ও ১০ জন বালিকা।

প্রতিবেদনে দেখা যায়, উক্ত অর্থবছরে সিদীপ সদস্যদের সন্তান ছিল মোট শিক্ষার্থীর ২০.৩২%। অভিভাবক সভায় উপস্থিতির হার ছিল ৬০%। প্রতিবেদনটিতে সুপারিশ করা হয়েছে শিক্ষিকাদের মানোন্নয়নের জন্য উদ্যোগ গ্রহণের। শিক্ষাকেন্দ্র নিয়ে এ পর্যালোচনাটি সিদীপের Education and Development KEYNOTES-এর জুন ২০১৯ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

২. অন্তর্ভুক্তিমূলক ও মানসম্মত শিক্ষার জন্য ব্যতিক্রমী উদ্যোগ

সিদীপের শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি সার্বিক প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্যের সঙ্গে কীভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও মূলধারায় শিক্ষার অগ্রগতিতে কী ভূমিকা রাখছে এবং এর বিস্তৃতির প্রয়োজনীয়তা নিয়ে একটি বর্ণনাধর্মী অনুসন্ধানী বই লেখেন উন্নয়ন-চিন্তক শাহজাহান ভূঁইয়া। An Educational Approach to Inclusion and Quality Improvement শীর্ষক এ বইতে তিনি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও মানসম্মত শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্য এবং আন্তর্জাতিক টেকসই উন্নয়নের চতুর্থ লক্ষ্য (SDG: 4) পূরণে সিদীপের উঠান স্কুল কার্যক্রমের সহায়তাকারী ভূমিকার বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।

৩. আর্থিক সেবা কাঠামোর কাঁধেভর করা প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও শিক্ষা কর্মসূচি

ক্ষুদ্রঋণ সেবা কাঠামোর কাঁধেভর করে সিদীপ ১০০টি শাখায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ও ১২৬টি শাখায় শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি পরিচালনা করছে। উপসহকারী কমিউনিটি মেডিক্যাল অফিসারদের (SACMO) দ্বারা পরিচালিত প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচিটি আর্থিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ। অন্যদিকে শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচিটি স্বল্পখরচে পরিচালিত একটি সামাজিক আন্দোলনস্বরূপ যেখানে সংস্থা ছাড়াও গ্রামীণ জনগোষ্ঠির সক্রিয় অংশগ্রহণ রয়েছে। কিন্তু এ দুটি বৃহৎ কর্মসূচি সফলভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের জন্য বিদ্যমান কাঠামোর ওপর ভর করার ফলে। মাঠ পর্যায়ে প্রয়োগ করতে গিয়ে ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এ ধরনের কর্মসূচি পরিচালনা করার উপযোগী একটা ব্যবস্থাপনা কাঠামো ইতিমধ্যে সংস্থায় তৈরি হয়েছে। শিক্ষা-স্বাস্থ্যসহ আরও সামাজিক কর্মসূচি সফলভাবে পরিচালনা করার একটা মডেল উদ্ভূত হয়েছে যা আগ্রহী যেকোনো সংস্থার জন্যও অনুসরণযোগ্য হতে পারে। লেখক-গবেষক শাহজাহান ভূঁইয়া এবং সংস্থার গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা আলমগীর খান যৌথভাবে Financial Inclusion Enabling Piggyback Primary Health Care And Education Support Services শীর্ষক একটি গবেষণা পরিচালনা করেছেন। তাদের এ প্রতিবেদনটি Institute for Inclusive Finance and Development (InM) ও FIN-B আয়োজিত 1st International FIN-B Financial Inclusion Conference and Inclusion Fair 2019-এ উপস্থাপনের জন্য InM-এ জমা দেয়া হয়েছে।

প্রকাশনা

চলতি অর্থবছরে সিদীপের নিম্নলিখিত প্রকাশনাসমূহ হয়েছে:

সিদীপ সংবাদ

সংস্থার বিভিন্ন বৈচিত্র্যময় কার্যক্রম সম্পর্কে সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মী ও শুভানুধ্যায়ীদেরকে নিয়মিত অবহিত রাখতে ২০১৯-এর জানুয়ারি থেকে 'সিদীপ সংবাদ' নামে একটি চার পৃষ্ঠার ত্রৈমাসিক বুলেটিন প্রকাশ করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত এর দুটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে যা সংস্থার অভ্যন্তরে কর্মীদের মাঝে ও বাইরে শুভানুধ্যায়ীদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।

আদর্শ বাড়ি কার্যক্রম

জাইকা ও বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থায়নে সিদীপের তিনটি আদর্শ শাখায় এসএমএপি ঋণী সদস্যদের ভেতর আদর্শ বাড়ি গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া হয় ২০১৮ সালের আগস্ট মাসে। সেই উদ্যোগের আদ্যোপান্ত নিয়ে 'এসএমএপির আওতায় আদর্শ বাড়ি কার্যক্রম' বইটি প্রকাশ করা হয় ২০১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে।

An Educational Approach to Inclusion and Quality Improvement

লেখক শাহজাহান ভুঁইয়ার এ বইটি ২০১৮র ডিসেম্বরে প্রকাশিত হয়েছে। অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের ভিত্তিতে রচিত তাঁর এ গবেষণাগ্রন্থে শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্য ও এসডিজির আলোকে সিদীপের শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি, শিশুদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, প্রকৃতি পাঠ, সিদীপ মডার্ন স্কুল ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা রয়েছে।

আমাদের শিক্ষা - বিচিত্র ভাবনা

সিদীপের শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন 'শিক্ষালোকে' বিভিন্ন সময় প্রকাশিত ২০টি গুরুত্বপূর্ণ লেখা নিয়ে মোহাম্মদ ইয়াহিয়া ও আলমগীর খানের সম্পাদনায় 'আমাদের শিক্ষা: বিচিত্র ভাবনা' বইটি প্রকাশিত হয়েছে ২০১৯ সালের একুশে বই মেলায়। এটি সিদীপ ও 'প্রকৃতি' প্রকাশনা সংস্থার একটি যৌথ প্রকাশনা। গ্রন্থে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলোয় নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের ওপর আলোচনা করা হয়েছে: শিক্ষাব্যবস্থার রূপ, শিক্ষা ও উন্নয়ন, শিশু ও শিক্ষা, নারীশিক্ষা ও জেন্ডার বৈষম্য, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক চর্চা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষানুরাগী, শিক্ষা এবং নীতি ও সততা এবং প্রকৃত শিক্ষা বনাম সনদপত্রের শিক্ষা ইত্যাদি।

বইটি নিয়ে Dhaka Courier (১০ মে ২০১৯), 'সাপ্তাহিক' (২৩ মে ২০১৯) ও 'সাম্প্রতিক দেশকাল' (৩০ মে ২০১৯) পত্রিকায় বিভিন্ন জনের লেখা পর্যালোচনা প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও ৯ মে প্রধান কার্যালয়ের সেমিনার কক্ষে 'আমাদের শিক্ষা: বিচিত্র ভাবনা' বইটি নিয়ে একটি আলোচনা অনুষ্ঠান হয়। প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ ছাড়াও এতে উপস্থিত ছিলেন লেখক-গবেষক সালেহা বেগম, বার্ড-কুমিল্লার সাবেক পরিচালক ফজলুল বারি, উন্নয়ন কর্মী ও লেখক সিরাজুদ দাহার খানসহ আরও অনেকে।

শিক্ষালোক - অতীতকে ভিত্তি করে বর্তমানের হাত ধরে ভবিষ্যতে যাত্রার অঙ্গীকার'

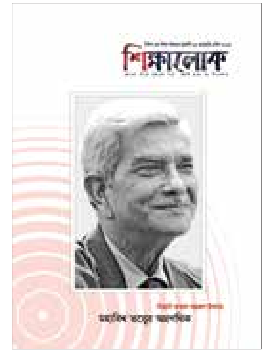

সংস্থার অভ্যন্তরে কর্মকর্তা-কর্মীদের ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মাঝে শিক্ষা বিষয়ক চিন্তার প্রসার ও আদানপ্রদানের জন্য সিদীপ ২০১৪ সালের জুনে প্রথম শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন 'শিক্ষালোক' প্রকাশ শুরু করে। প্রকাশের পর থেকে এ পর্যন্ত শিক্ষালোকের মোট ২৮টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। আর চলতি অর্থবছরে প্রকাশিত হয়েছে 'শিক্ষালোক'-এর মোট ৪টি সংখ্যা। এসব সংখ্যা কিছু চিন্তাশীল লেখা, পুরনো মূল্যবান লেখা, গল্প-কবিতা, অনুবাদ ও সিদীপের বিভিন্ন কার্যক্রমের খবরাখবরে সমৃদ্ধ। বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় শিক্ষালোকের জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৮র কথা যেখানে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুলকে নিয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ লেখা প্রকাশিত হয়েছিল এবং জানুয়ারি-এপ্রিল ২০১৯ সংখ্যার কথা যেখানে মহাবিশ্ব তত্ত্বের অগ্রপথিক বিজ্ঞানী জামাল নজরুল ইসলামকে নিয়ে লেখাসহ বিজ্ঞান বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল। প্রতিটি সংখ্যার প্রচ্ছদ দেশের বিভিন্ন শিল্পীর আঁকা চিত্র ও ভাস্কর্য নিয়ে করা।

উল্লেখ্য যে, শিক্ষালোক নিয়ে মার্কিন-প্রবাসী বাঙালি বিজ্ঞানী ও লেখক আশরাফ আহমেদ এ বছর বাংলা একাডেমি আয়োজিত বই মেলায় 'আগামী' প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত তাঁর জনপ্রিয় বই 'রাতের অতিথি'তে 'শিক্ষালোক: অতীতকে ভিত্তি করে বর্তমানের হাত ধরে ভবিষ্যতে যাত্রার অঙ্গীকার' শীর্ষক একটি দীর্ঘ পর্যালোচনা লিখেছেন।

KEYNOTES

মোট ৯টি গবেষণামূলক লেখা নিয়ে সিদীপ প্রথমবারের মতো প্রকাশ করলো একটি ইংরেজি বুলেটিন Education and Devlopment KEYNOTES যাতে সংস্কার শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসংক্রান্ত কর্মকাণ্ড ছাড়াও সার্বিক উন্নয়ন বিষয়ে বিভিন্ন প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। উল্লেখ্য এতে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের এক অন্যতম নায়ক মাওলানা আবুল কালাম আজাদের Education and National Reconstruction শীর্ষক একটি মূল্যবান লেখা পুনর্মুদ্রিত হয়েছে; এটি ১৯৪৭ সালে ১৮ ফেব্রুয়ারি এক সংবাদ সম্মেলনে প্রদত্ত তাঁর একটি বক্তৃতা।

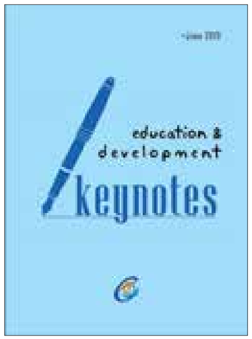

শিক্ষালোক লেখক-শিল্পী সম্মিলন

৩১ জানুয়ারি ২০১৯ সিদীপের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় 'দ্বিতীয় শিক্ষালোক লেখক-শিল্পী সম্মিলন'। গত বছরের মতো এবারও দেশের বিশিষ্ট জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিবর্গ ও শিক্ষালোকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লেখক-শিল্পীদের সমাগম হয়েছিল এখানে। উপস্থিত হয়েছিলেন অধ্যাপক নিরঞ্জন অধিকারী, লেখক তওফিক মুজতাবা ও তাঁর সহধর্মিণী, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের জনাব শাজাহান ফারুক, বার্ডের প্রাক্তন পরিচালক এ. কে. ফজলুল বারি, লেখক সালেহা বেগম, কবি শামসেত তাবরেজী, চলচ্চিত্রকার নোমান রবিন, ডা. লেলিন চৌধুরী, কবি ও গবেষক সৈকত হাবিব, লেখক ফাতিহুল কাদির সম্রাট, সহযোগী অধ্যাপক বিদ্যুৎ কুমার রায়, শিল্পী শিশির মল্লিক, শিল্পী হাফিজ উদ্দিন, লেখক মাহফুজ সালাম, ভাস্কর বিপ্লব দত্ত, লেখক হাসান ইকবাল, লেখক ও আবৃত্তিকার আমিরুল বাসার, টিভি প্রযোজক রঞ্জন মল্লিক, আইআরসি প্রকাশনা সংস্থার জনাব জাহিদুল ইসলাম, লেখক নাজনীন সাথী, গল্পকার শ্যামল দত্ত, শিক্ষা-গবেষক সিরাজুদ দাহার খান, শিল্পী ও শিক্ষক অশোক বিশ্বাস, কবি হানিফ রাশেদীন সহ অনেকে।

(বাম থেকে) জনাব সালেহা বেগম, অধ্যাপক নিরঞ্জন অধিকারী (বক্তব্য রাখছেন), লেখক তওফিক মুজতাবা ও তাঁর সহধর্মিণী

শিক্ষালোকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লেখক-শিল্পী ও শুভানুধ্যায়ীদের উপস্থিতি ও প্রাণবন্ত আলোচনায় মুখর ছিল দিনটি। সম্মিলনে রোহিঙ্গাদের নিয়ে নির্মিত নোমান রবিনের 'আ কোয়ার্টার মাইল কান্ট্রি' ছবিটি প্রদর্শিত হয় ও এ নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা হয়। আমাদের দেশে চিন্তচর্চার যে দৈন্য বিদ্যমান ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে অবনতি অনুপ্রবেশ করছে তা রোধ করতে শিক্ষালোক ভূমিকা রাখছে বলে আলোচকগণ মত প্রকাশ করেন।

মানব-সম্পদ ব্যবস্থাপনা

বর্তমানে দেশের ১৯টি জেলায় ১১৮টি উপজেলায় সিদীপের কার্যক্রম বিস্তৃত। ১৬২টি শাখার মাধ্যমে ২,২৭,২৬৯ জন সদস্য নিয়ে এর কার্যক্রম। মোট ৪,৭১২ জন কর্মী সিদীপের বিভিন্ন কর্মসূচি, বিভাগ ও প্রকল্পে নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। গত অর্থবছরে এ সংখ্যা ছিল ৪,৪২৬ জন। মোট বৃদ্ধি ২৮৬ জন। জনবল বৃদ্ধির হার ৬.০৭%।

সিদীপের লক্ষ্য অর্জনে মানব-সম্পদ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। সংস্থার লক্ষ্য অর্জনে যোগ্য জনশক্তি নিয়োগ ও মানব-সম্পদকে কাজে লাগানো এবং মানোন্নয়নের জন্য এ বিভাগ নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

দায়িত্ব ও কাজের ধরনের উপর ভিত্তি করে উপযুক্ত কর্মী নিয়োগ, জ্ঞান, মেধা ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী কর্ম নির্ধারণ ও দায়িত্ব প্রদান, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মীকে কার্যসম্পাদনে উপযুক্তভাবে প্রস্তুত করা, কর্মীর যথাযথ মূল্যায়ন ও কাজের স্বীকৃতি প্রদান, কর্মীর উন্নয়নের জন্য নেতৃত্ব ও দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া, কর্মবান্ধব পরিবেশ বজায় রাখা ইত্যাদি মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার অংশ।

বর্তমানে দেশের ১৯টি জেলায় ১১৮টি উপজেলায় সিদীপের কার্যক্রম বিস্তৃত। ১৬২টি শাখার মাধ্যমে ২,২৭,২৬৯ জন সদস্য নিয়ে এর কার্যক্রম। মোট ৪,৭১২ জন কর্মী সিদীপের বিভিন্ন কর্মসূচি, বিভাগ ও প্রকল্পে নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। গত অর্থবছরে এ সংখ্যা ছিল ৪,৪২৬ জন। মোট বৃদ্ধি ২৮৬ জন। জনবল বৃদ্ধির হার ৬.০৭%।

ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি	শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি (শিসক)	মডার্ন স্কুল	স্বাস্থ্য কর্মসূচি	সমৃদ্ধি	সোলার	নিরীক্ষা	বিশেষ কর্মসূচি	সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি	এসএমএপি (জাইকা)	প্রধান কার্যালয়	মোট জনবল
১,৩৯৭	২,৬৪৫	১৩০	৩০৫	১১৪	১৪	২১	০১	০২	০১	৮২	৪,৭১২

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

কর্মী প্রণোদনা

কাজের যথাযথ মূল্যায়নের মাধ্যমে কর্মীকে প্রণোদনা প্রদানের বিষয়ে সিদীপ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বরাবরই আন্তরিক। প্রতি বছর নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে কাজের মূল্যায়ন করে কর্মীদের পদোন্নতি, বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট ইত্যাদি প্রদান করা হয়ে থাকে। এ অর্থবছরে মোট ২৭২ জনকে নিয়োগ, ১০১ জনকে গ্রেড উন্নয়ন ও পদোন্নতি দেয়া হয়েছে।

ক্ষতিগ্রস্ত কর্মীর পরিবারকে ক্ষতিপূরণ প্রদান

সংস্থায় কর্মরত কর্মীদের অসুস্থতা, দুর্ঘটনা ও মৃত্যুতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি/পরিবারকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেয়ার বিধান রয়েছে। এ অর্থবছরে মোট ৪ জন কর্মীকে অসুস্থতা ও দুর্ঘটনার কারণে ১,৬২,১৩১ (এক লক্ষ বাষট্টি হাজার এক শত একত্রিশ) টাকা এবং মৃত্যুতে ক্ষতিগ্রস্ত ৪ পরিবারকে মোট ১৩,০০,০০০ (তের লক্ষ) টাকা প্রদান করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা

সিদীপের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে "আগামী ৫ বছরে সিদীপের অগ্রযাত্রা বিষয়ক কর্মশালা" ২০১৮ সালের ২০ অক্টোবর আইইবিতে (ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ, রমনা, ঢাকা) অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় সিদীপের মাঠ পর্যায়ের সকল ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, এরিয়া ম্যানেজার, ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার (মোট ১৯৩ জন) ও প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাসহ সর্বমোট ২২৫ জন অংশগ্রহণ করে।

এছাড়া চলতি অর্থ-বছরে সিদীপ ঢাকায় প্রধান কার্যালয়ে ও ফিল্ড পর্যায়ে মোট ৭১টি কোর্স ও বিষয়ের উপর ৪,১৭৬ ব্যাচে সর্বমোট ৫৯,৬৫৩ জনকে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ/মিটিং/ওরিয়েন্টেশন/কর্মশালা/রিফ্রেশার্স করানো হয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছে সমিতির সদস্য, বিভিন্ন প্রকল্পের কর্মী ও উপকারভোগী, মাঠকর্মীসহ বিভিন্ন পর্যায়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

অন্যান্য কার্যক্রম

ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া এবং মানুষের সুন্দরভাবে জীবন-যাপন পরিচালনায় সমস্যার সৃষ্টি হয়। এই সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায় হিসাবে ২০১৫ সালের ১৬ই জুন IDCOL-এর সহযোগিতায় সোলার হোম সিস্টেম কর্মসূচি শুরু করা হয়। বর্তমানে সিদীপের ৬৯টি শাখায় সোলার হোম সিস্টেম কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে

রেমিট্যান্স

ঋণসেবা প্রদানের পাশাপাশি ২০১০ সাল থেকে 'সিদীপের' রেমিট্যান্স কর্মসূচি চালু রয়েছে। এক্ষেত্রে প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রেরিত অর্থ অত্যন্ত দ্রুততার সাথে সংস্থার কর্মরত এলাকায় বসবাসরত তাদের পরিবার বা আত্মীয়-স্বজনের কাছে প্রদান করা হচ্ছে। এ অর্থবছরে রেমিট্যান্সের মাধ্যমে ৩৪১ জন গ্রাহককে প্রদানকৃত টাকার পরিমাণ ছিল ৯,৫০৬,৮৮১।

উল্লেখ্য, তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামাঞ্চলে রেমিট্যান্স প্রদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের বিকল্প পদ্ধতি প্রচলনের জন্য আমাদের রেমিট্যান্স প্রদানের মাত্রা প্রতি বছরই হ্রাস পাচ্ছে। এমতাবস্থায় এ কর্মসূচিটি খুব শীঘ্রই বন্ধ করে দেওয়ার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।

সৌরবিদ্যুৎ ও সামাজিক ভোগ্যপণ্য কার্যক্রম

এ দেশের বিশাল এই জনগোষ্ঠির প্রয়োজনীয় চাহিদা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য সিদীপ ঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি সোলার হোম সিস্টেম ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন কর্মসূচি পরিচালনা করছে।

সৌরবিদ্যুৎ কার্যক্রম

মানুষের জীবন পরিচালনা করার জন্য বিদ্যুতের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। কিন্তু দেশে চাহিদার তুলনায় কম বিদ্যুৎ উৎপাদন হওয়ায় এখনও প্রত্যেকের ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছানো সম্ভব হয় নাই। ফলে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া এবং মানুষের সুন্দরভাবে জীবন-যাপন পরিচালনায় সমস্যার সৃষ্টি হয়। এই সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায় হিসাবে ২০১৫ সালের ১৬ই জুন IDCOL-এর সহযোগিতায় সোলার হোম সিস্টেম কর্মসূচি শুরু করা হয়। বর্তমানে সিদীপের ৬৯টি শাখায় সোলার হোম সিস্টেম কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। এ পর্যন্ত ৪,০২২টি পরিবারকে সোলার হোম সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। আমরা এ পর্যন্ত ইডকল থেকে গ্র্যান্ট বাবদ পেয়েছি ৪৪,০২,৩৩৪ টাকা এবং রিফাইন্যান্স বাবদ ইডকল পাবে ১,০৫,৯০,০৭৫ টাকা (আসল)। ঋণস্থিতি আছে ৩৮,০৭,৮৩৫ টাকা।

সামাজিক ভোগ্যপণ্য কার্যক্রম

মানুষের জীবন-যাত্রার মান আরও উন্নত করার লক্ষ্যে সামাজিক ভোগ্যপণ্য সামগ্রী, যেমন রেফ্রিজারেটর, টেলিভিশন, সেলাই মেশিন ইত্যাদি যাতে পিছিয়ে পড়া মানুষ সহজে ক্রয় করতে পারে সেজন্য সিদীপ ২০১৮ সালের ৩১ জুলাই সিঙ্গার বাংলাদেশের সাথে এক চুক্তি স্বাক্ষর করে। বর্তমানে ৯৭টি শাখায় সামাজিক ভোগ্যপণ্য বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। আগামী অর্থবছরে আরও ২৮টি শাখায় কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হবে। উক্ত কার্যক্রমে মানুষের ব্যাপক সাড়া পাওয়ায় আগামীতে আরও নতুন নতুন কার্যক্রম পরিচালনা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এ পর্যন্ত রেফ্রিজারেটর ২,০৫৪টি, টেলিভিশন ১,৫৩৯টি এবং সেলাইমেশিন ৭৩টি বিক্রয় করা হয়েছে। ঋণস্থিতি আছে ১,৬৪,৬৪,৬১৪ টাকা ও কোন বকেয়া নেই।

সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি

পিকেএসএফ-এর সহযোগিতায় ২০১৭ সাল হতে সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি চলছে এবং এর আওতায় সিদীপ দুটি জেলায় বিভিন্ন ইভেন্ট পরিচালনা করছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় অক্টোবর ২০১৮ হতে ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত মোট ২৪টি কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হয়। সকল কর্মকাণ্ড মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে পরিচালনা করা হয়। চলতি অর্থবছরে এ জেলায় নিম্নলিখিত কর্মকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়েছে:

১. আখাউড়া, কসবা, সদর ও নবীনগর উপজেলায় ৪টি হাই স্কুলে 'টেকসই পরিচ্ছন্ন বিদ্যালয় বিনির্মাণ' কার্যক্রম চালু রয়েছে।

২. কসবা উজেলায় স্থানীয় ৮টি হাই স্কুলের শিক্ষার্থীদের নিয়ে ১টি কিশোরী ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়।

৩. নবীনগর উপজেলায় ৮টি হাই স্কুলের ৮টি টিমে ১২০ জন খেলোয়াড় নিয়ে হ্যান্ডবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে।

নারায়ণগঞ্জ জেলায় ২৪টি কর্মসূচি পরিচালনা করা হয়েছে। এখানে বেশ কয়েকেটি উল্লেখযোগ্য ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হয় যা নিম্নরূপ:

১. ৫টি উপজেলায় ৫০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে 'টেকসই পরিচ্ছন্ন বিদ্যালয় বিনির্মাণ' কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। অংশগ্রহণকারী সবকটি প্রতিষ্ঠানে শলার ঝাড়ু, প্লাস্টিকের ঝুড়ি, বেলচা, তোয়ালে পরিচ্ছন্নতার মেসেজ সম্বলিত ১০টি করে স্টিকার প্রদান করা হয়।

২. সফুরা খাতুন হাই স্কুলে স্থানীয় ৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষর্থী নিয়ে কিশোরী ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়।

৩. আড়াইহাজার উপজেলায় ২০১৭ সাল হতে দেয়াল পত্রিকা লিখন প্রতিযোগিতা আয়োজনের ধারাবাহিকতায় এ অর্থবছরেও ১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের নিয়ে দেয়াল পত্রিকা লিখন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

এসব অনুষ্ঠানে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পড়েছে এবং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ও সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনছে। উপরোক্ত দুটি জেলায় ইভেন্টের, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ও অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা নিচে দেয়া হলো:

জেলা	উপজেলার সংখ্যা	ইভেন্ট সংখ্যা	অংশগ্রহণকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	মোট অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা
নারায়ণগঞ্জ	৫টি	২৪	২৪০	২,৪০০
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৯টি	২৪	৮০	১,২০০

আর্থিক বিবরণ

বর্তমান অর্থবছরে ৪০.৭৮% ইকুইটি, ৪২.২০% সদস্যদের সঞ্চয়, ৮.৪৫% পিকেএসএফ ঋণ, ০.১৪% ইডকল ঋণ, ৪.০৭% বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণ এবং ৪.৩৬% বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ হয়েছে। ১.৬৩% সম্পত্তি, ৮৬.২৯% ঋণ স্থিতি, ৮.৩৪% স্থায়ী আমানত এবং ১.০৭% অন্যান্য সম্পদ এবং ২.৬৭% হাতে নগদ ও ব্যাংক জমা হয়েছে

আর্থিক অবস্থা

Performance Area	Operational Performance Trend				
	Jun'15	Jun'16	Jun'17	Jun'18	Jun'19
Financial Self Sufficiency (FSS)	149.97%	162.28%	173.66%	177.53%	146.80%
Debt to Capital Ratio	2.12	2.09	2.18	1.88	1.85
Capital Adequacy Ratio	36.17%	35.89%	35.59%	40.85%	38.55%
Current Ratio	1.77	1.73	1.69	1.80	1.68
Liquidity to Savings Ratio	17.23%	12.61%	14.37%	21.28%	16.35%
Rate of Return on Capital	22.71%	24.07%	24.50%	26.48%	18.04%
Debt Service Cover Ratio	1.19	1.21	1.18	1.17	1.17

উপরোক্ত তথ্যচিত্রের তথ্যসমূহ নিম্নোক্ত গ্রাফের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল :

আর্থিক স্বয়ম্ভরতা - Financial Self Sufficiency (FSS)

ঋণ কার্যক্রম হতে অর্জিত আয় / (কার্যক্রম পরিচালনা ব্যয় + তহবিল মূল্য + প্রভিশন+ ইনপুটেড কস্ট অফ ক্যাপিটাল)

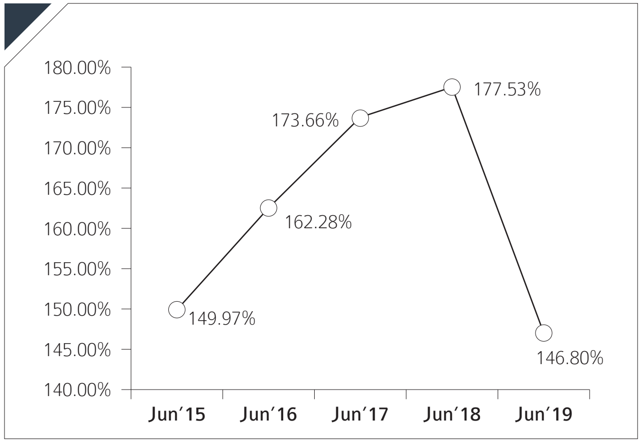

বিগত বছরের তুলনায় আর্থিক স্বয়ম্ভরতা (FSS) ৩০.৭৩% হ্রাস পেয়ে এ অর্থবছরে ১৪৬.৮০% হয়েছে। ২০১৮-'১৯ অর্থবছরে কর্মীদের বেতন ও ভাতা বাবদ ৪২% ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় আর্থিক স্বয়ম্ভরতা হ্রাস পেয়েছে।

Debt to Capital Ratio :

Debt / Total Capital (Networth)

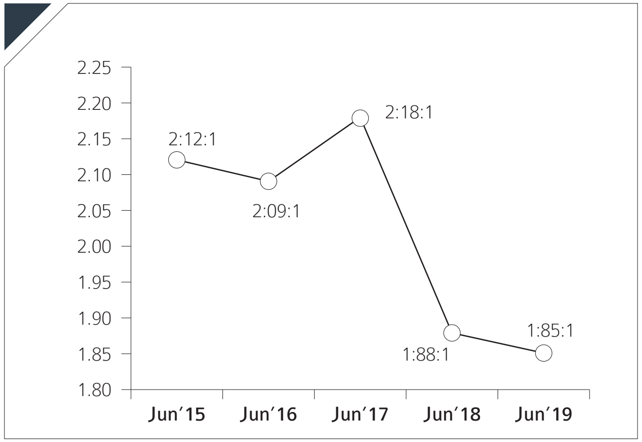

বিগত বছরের তুলনায় ক্রমপুঞ্জিভূত উদ্বৃত্ত তহবিল ৩৯ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেলেও এর বিপরীতে দায় বেড়েছে ৬৬ কোটি। এ ক্ষেত্রে পিকেএসএফ-এর মানদণ্ড হচ্ছে ৯ : ১।

Capital Adequacy Ratio

Total Capital / Total Asset-(Cash+Bank+STD+Govt. Securities)

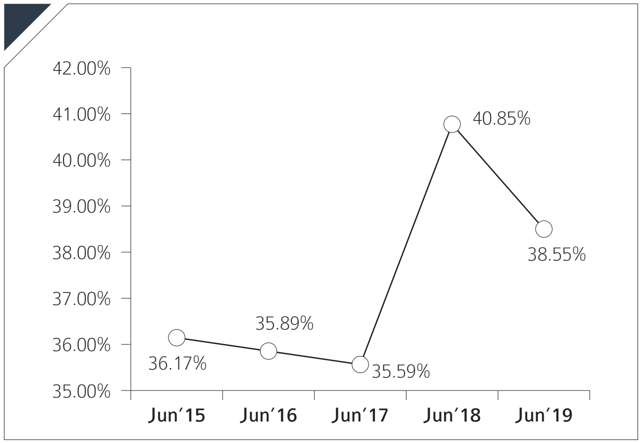

এই অর্থবছরে নিজস্ব পুঁজি ১৮% বৃদ্ধির পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদি সম্পদ ২৫% বেড়ে গেছে। এ ক্ষেত্রে পিকেএসএফ-এর মানদণ্ড হলো ন্যূনতম ১৫%।

Liquidity to Savings Ratio

Savings FDR / Total Savings Fund (Member seving deposit)

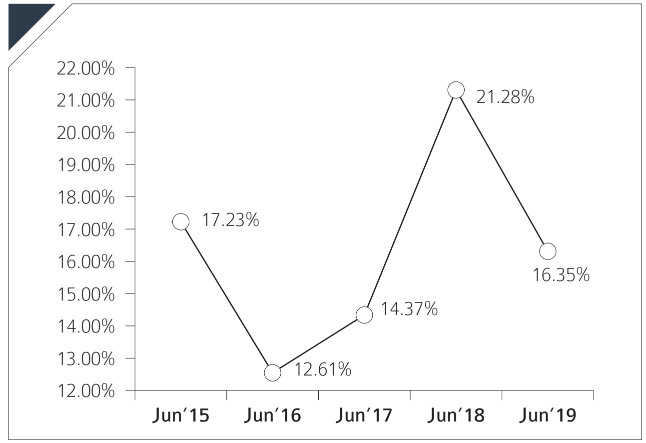

এই অর্থবছরে সদস্যদের সঞ্চয় বৃদ্ধি পেয়েছে ৫২%। অপর দিকে তারল্য কমেছে ৩.৬৭%। এ ক্ষেত্রে এমআরএ-এর মানদণ্ড হচ্ছে ১৫%।

Current Ratio

Current Asset / Current Liability

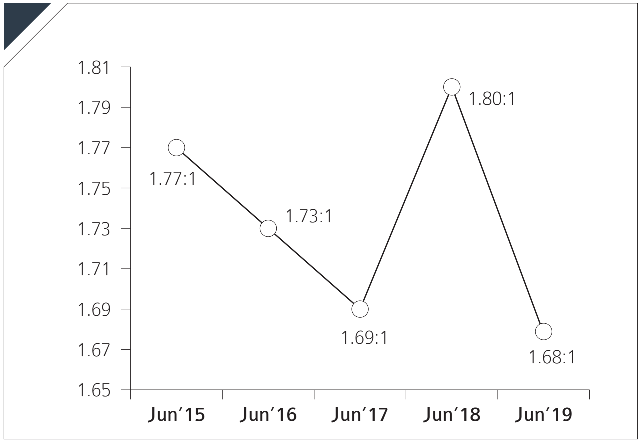

এই অর্থবছরে চলতি দায় ২৮.৩২% বৃদ্ধি পেলেও চলতি সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র ১৯.৬৭%। এ ক্ষেত্রে পিকেএসএফ-এর মানদণ্ড হচ্ছে ২ : ১।

Rate of Return on Capital

Surplus for the year / Average Capital Fund

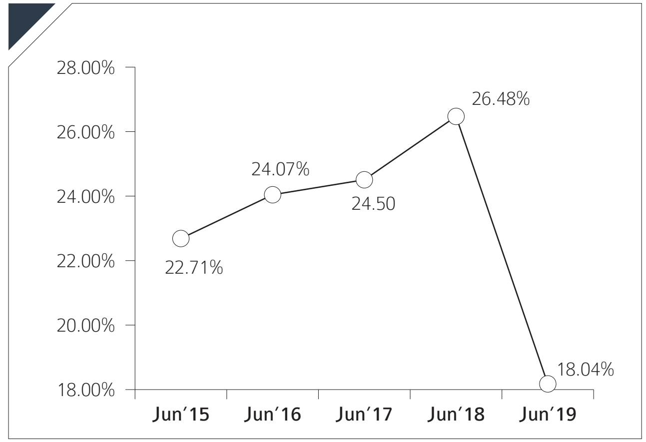

এই অর্থবছরে গড় মূলধন বৃদ্ধি পেলেও চলতি বছরের উদ্বৃত্ত কর্মীদের বেতন ও ভাতা বৃদ্ধির কারণে কমেছে ৮.২৮%। এ ক্ষেত্রে পিকেএসএফ-এর মানদণ্ড হচ্ছে ১%।

Debt Service Cover Ratio

Surplus+Principal & Service charge Paid / Pr. & service charge paid

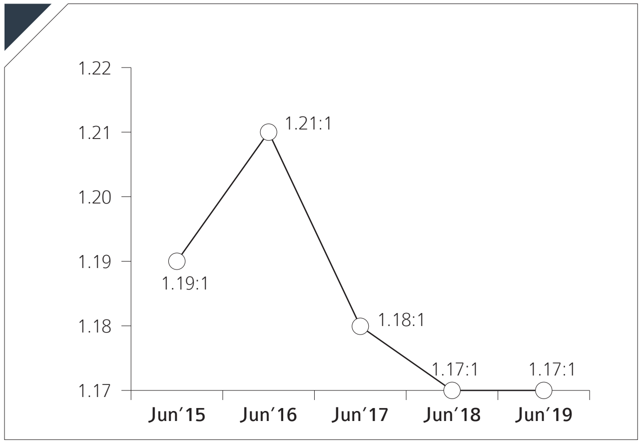

এ অর্থবছরে আমাদের দায় পরিশোধ ক্ষমতা ১.১৭:১ যা বিগত বছরের সমান। এ ক্ষেত্রে পিকেএসএফ-এর মানদণ্ড হচ্ছে ১.২৫:১।

আর্থিক উৎস

(Tk. in Million)

Particulars	2018-2019		2017-2018		2016-2017		2015-2016		2014-2015	
	Taka	%	Taka	%	Taka	%	Taka	%	Taka	%
Capital (Networth)	3,027	40.78%	2,584	41.55%	2,025	38.14%	1,596	38.90%	1,273	39.12%
Members Deposits	3,133	42.20%	2,573	41.37%	2,187	41.20%	1,744	42.50%	1,396	42.90%
PKSF	627	8.45%	633	10.18%	537	10.11%	626	15.26%	583	17.91%
IDCOL	11	0.14%	13	0.21%	15	0.29%	7	0.18%	-	0.00%
Commercial Bank & NBFI	302	4.07%	163	2.63%	352	6.63%	-	0.00%	2	0.07%
Bangladesh Bank	324	4.36%	253	4.06%	193	3.63%	130	3.16%	-	0.07%
Total	**7,424**	**100.00%**	**6,219**	**100.00%**	**5,309**	**100.01%**	**4,103**	**100.00%**	**3,254**	**100.00%**

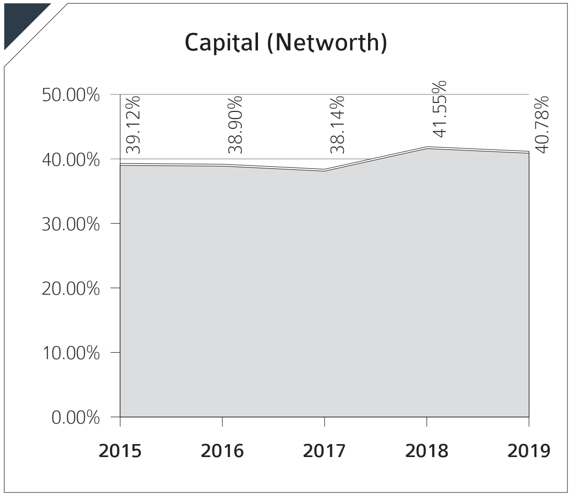

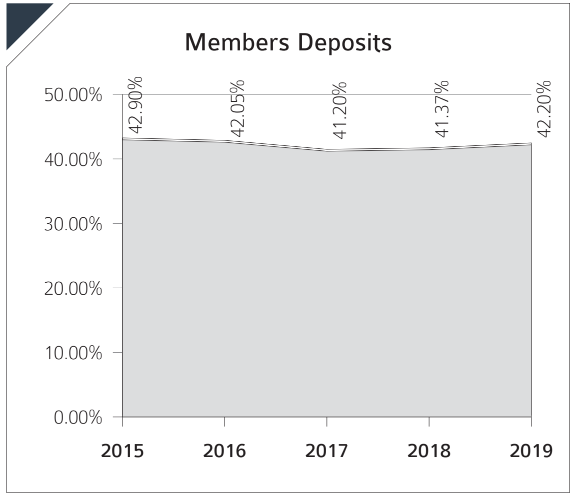

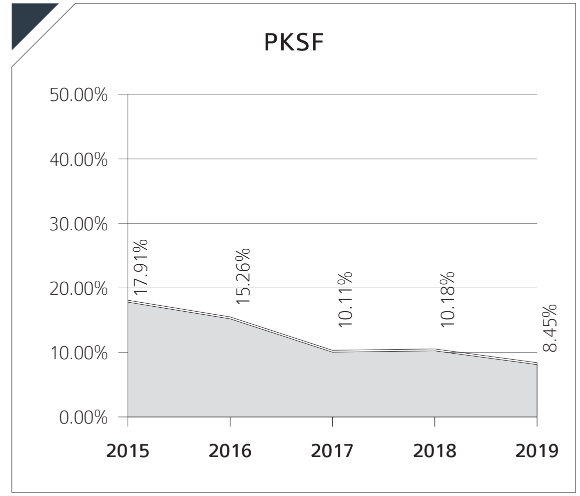

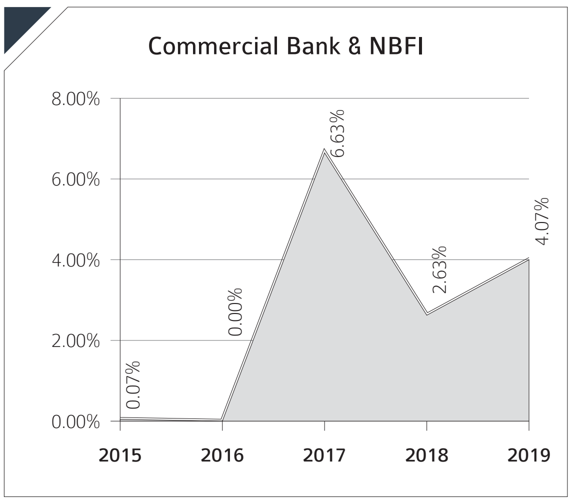

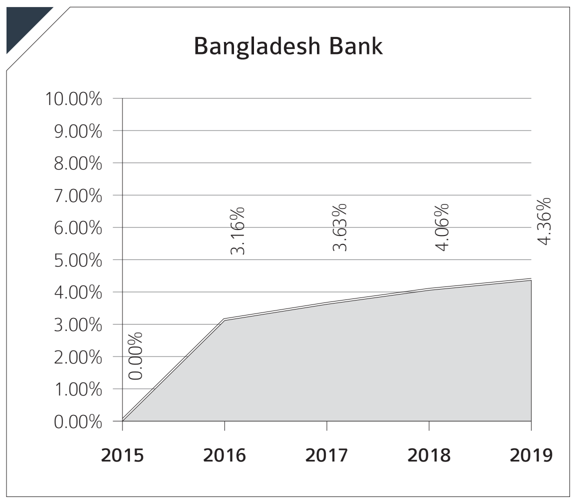

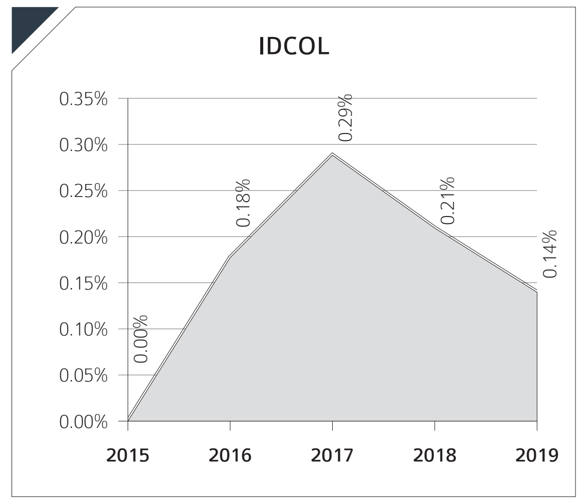

উপরোক্ত তথ্যচিত্র ও গ্রাফ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বিগত বছরে (২০১৭-২০১৮) আমাদের মোট ৬.২১৯ মিলিয়ন টাকা অর্থসম্পদের মধ্যে ৪১.৫৫% ইকুইটি, ৪১.৩৭% সদস্যদের সঞ্চয়, ১০.১৮% পিকেএসএফ ঋণ, ০.২১% ইডকল ঋণ, ২.৬৩% বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণ এবং ৪.০৬% বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ যা বর্তমান অর্থবছরে (২০১৮-২০১৯) যথাক্রমে ৪০.৭৮% ইকুইটি, ৪২.২০% সদস্যদের সঞ্চয়, ৮.৪৫% পিকেএসএফ ঋণ, ০.১৪% ইডকল ঋণ, ৪.০৭% বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণ এবং ৪.৩৬% বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ হয়েছে।

উল্লেখ্য, উপরোক্ত আর্থিক উৎসের তথ্যের ভিত্তিতে ৫ বছরের ব্যবধানে যে পার্থক্য হয়েছে (২০১৪-২০১৫ এবং ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের) তা নিম্নের গ্রাফে দেখানো হলো।

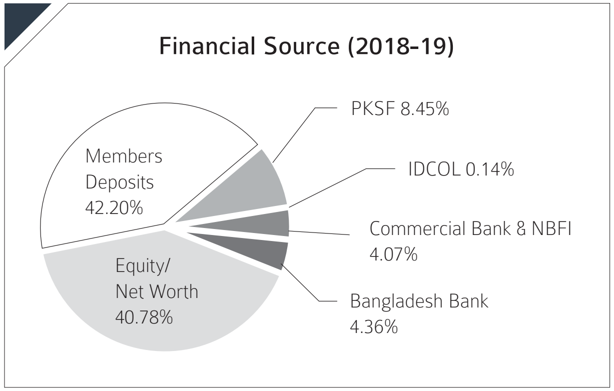

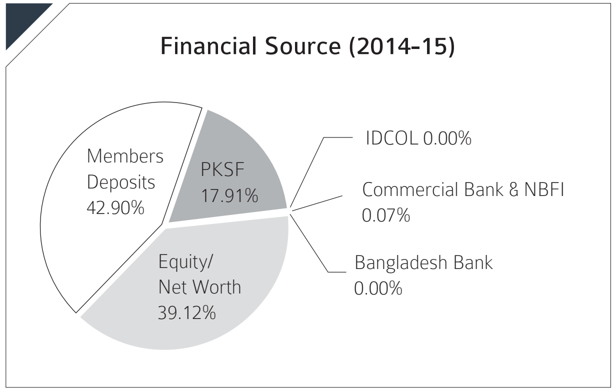

সম্পদ বিন্যাস

(Tk. in Million)

Assets Composition	2018-2019		2017-2018		2016-2017		2015-2016		2014-2015	
	Taka	%	Taka	%	Taka	%	Taka	%	Taka	%
Property, Plant & Equipment	121.02	1.63%	118.32	1.90%	114.84	2.16%	110.53	2.71%	72.55	2.23%
Loan Portfolio	6405.58	86.29%	5103.84	82.06%	4530.79	85.34%	3542.54	86.72%	2759.18	84.80%
Fixed Deposit	619.39	8.34%	739.91	11.90%	502.26	9.46%	352.22	8.62%	325.51	10.00%
Other Assets	79.36	1.07%	61.29	0.99%	52.89	1.00%	32.08	0.79%	24.16	0.74%
Cash & Bank Balance	198.31	2.67%	196.37	3.16%	108.59	2.05%	47.53	1.16%	72.22	2.22%
Total	7423.65	100%	6219.73	100%	5309.38	100%	4084.89	100%	3253.62	100%
Growth	**1203.92**	**19.36%**	**910.35**	**17.15%**	**1224.49**	**29.98%**	**831.27**	**25.55%**	**571.62**	**25.08%**

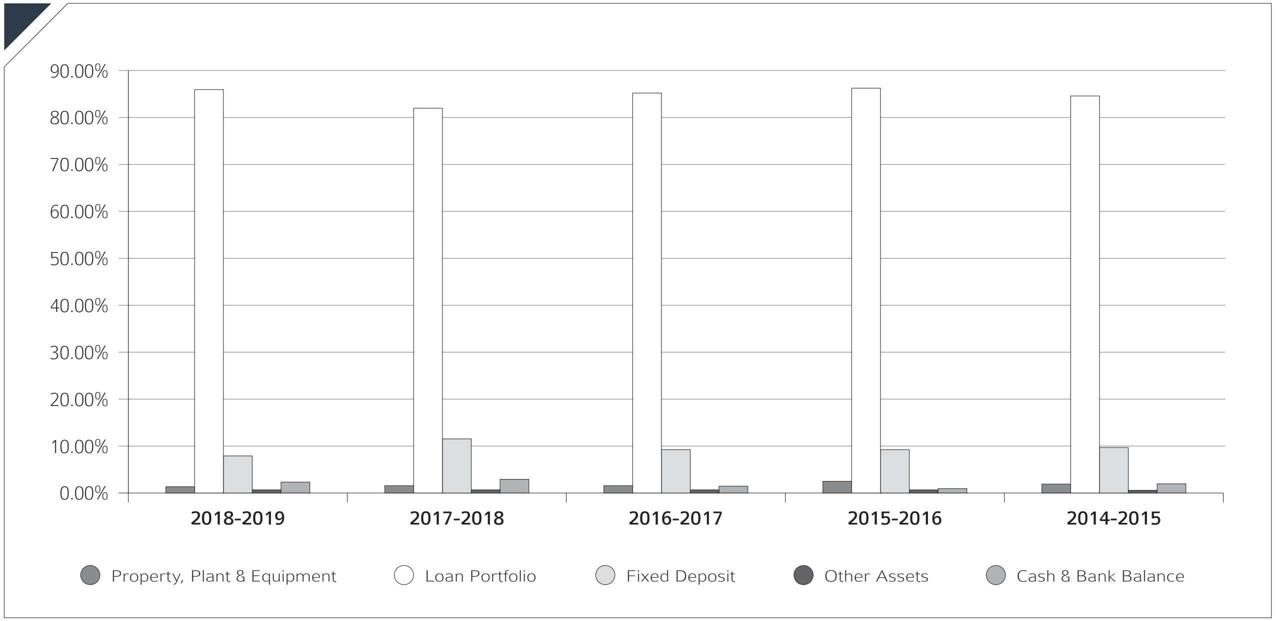

উপরোক্ত তথ্যচিত্র ও গ্রাফ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বিগত বছরে (২০১৭-২০১৮) আমাদের মোট ৬২১৯.৭৩ কোটি অর্থসম্পদের মধ্যে ১.৯০% সম্পত্তি, ৮২.০৬% ঋণস্থিতি, ১১.৯০% স্থায়ী আমানত এবং ০.৯৯% অন্যান্য সম্পদ এবং ৩.১৬% হাতে নগদ ও ব্যাংক জমা যা বর্তমান অর্থবছরে (২০১৮-২০১৯) যথাক্রমে ১.৬৩% সম্পত্তি, ৮৬.২৯% ঋণ স্থিতি, ৮.৩৪% স্থায়ী আমানত এবং ১.০৭% অন্যান্য সম্পদ এবং ২.৬৭% হাতে নগদ ও ব্যাংক জমা হয়েছে৷

নিরীক্ষা

সংস্থার কর্মসূচিসমূহ নিয়মমাফিক বাস্তবায়ন করতে গিয়ে কোন ভুল-ভ্রান্তি হয়েছে কিনা সেগুলো শাখা অফিস ও মাঠ পর্যায়ে সরাসরি পর্যবেক্ষণ, যাচাই ও নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষণ কাজকে গতিশীল করার জন্য মাঠ পর্যায়ে বর্তমানে ২২ জন অডিট অফিসার কর্মরত রয়েছেন।

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম

সংস্থার কার্যক্রম অফিস ও মাঠ পর্যায়ে নীতিমালা অনুযায়ী সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা নিরীক্ষণ করা এবং সকল কার্যক্রম স্বচ্ছতার সাথে বাস্তবায়নের জন্য নিরীক্ষণ বিভাগ অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কর্মসূচির গুণগতমান এবং স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজন মাফিক সহায়তা করে থাকে। সে জন্য নিরীক্ষা বিভাগকে বলা হয়ে থাকে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের তৃতীয় 'চক্ষু'।

সংস্থার কর্মসূচিসমূহ নিয়মমাফিক বাস্তবায়ন করতে গিয়ে কোন ভুল-ভ্রান্তি হয়েছে কিনা সেগুলো শাখা অফিস ও মাঠ পর্যায়ে সরাসরি পর্যবেক্ষণ, যাচাই ও নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষণ কাজকে গতিশীল করার জন্য মাঠ পর্যায়ে বর্তমানে ২২ জন অডিট অফিসার কর্মরত রয়েছেন।

মাঠ পর্যায়ের নিরীক্ষণ কাজগুলো আরও সুচারুভাবে সম্পন্ন করার জন্য চলতি অর্থবৎসরে ১৭ জন শাখা ম্যানেজার ও ১ জন এরিয়া ম্যানেজার এ কাজে অভিজ্ঞতা অর্জন করার জন্য অডিট বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন।

সংস্থার 'অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা' কার্যক্রম দুভাবে পরিচালিত হয়ে থাকে: ১) সাধারণ ও ২) সার্বিক নিরীক্ষা।

এ ছাড়া ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের চাহিদার আলোকে প্রয়োজন অনুযায়ী অডিট অফিসারগণ 'বিশেষ নিরীক্ষা' করে থাকেন।

অডিট অফিসারদের কাজের মান উন্নয়ন ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতি বছর অন্তত পক্ষে দুবার তাদেরকে নিয়ে প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার ব্যবস্থা করা হয়।

কর্মসূচির বাস্তব অবস্থা তথ্য-উপাত্তসহ বোঝার জন্য ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে প্রতিমাসে নিম্নোক্ত প্রতিবেদনসমূহ উপস্থাপন করা হয়:

১. শাখাভিত্তিক নিরীক্ষা আপত্তির নিষ্পত্তি প্রতিবেদন।
২. প্রতিমাসের নিরীক্ষা প্রতিবেদনের আলোকে 'ম্যানেজমেন্ট' প্রতিবেদন।
৩. প্রতিমাসের অডিট ফাইন্ডিংসের আলোকে 'সামারি' প্রতিবেদন।
৪. অডিট প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ত্রৈমাসিক ও ষান্মাসিক প্রতিবেদন। যা প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মিটিংয়ে উপস্থাপন করা হয়।
৫. অতি গুরুত্বপূর্ণ ফাইন্ডিংসসমূহ উল্লেখ করে 'বিশেষ' প্রতিবেদন তৈরি করা হয়।

সংস্থার অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ জুলাই '১৮–জুন '১৯ অর্থবৎসরে সংস্থার ১৬২টি (যৌথ শাখাসহ) শাখায় ১৩৭টি সার্বিক ও ১৬২টি সাধারণ নিরীক্ষাসহ মোট ২৯৯টি নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। নিম্নে উভয় প্রকার নিরীক্ষার ক্ষেত্রে পরিকল্পনা ও অর্জন দেখানো হলো :

সার্বিক নিরীক্ষা পরিকল্পনা ও অর্জন			সাধারন নিরীক্ষা পরিকল্পনা ও অর্জন			মোট নিরীক্ষা পরিকল্পনা ও অর্জন		
পরিকল্পিত	অর্জন	অর্জন হার (%)	পরিকল্পিত	অর্জন	অর্জন হার (%)	পরিকল্পিত	অর্জন	অর্জন হার (%)
১২৬	১৩৭	১০৯%	১৮৮	১৬২	৮৬%	৩১৪	২৯৯	৯৫.২২%

২০১৮-১৯ সালের নিরীক্ষা ও আর্থিক প্রতিবেদন

ATA KHAN & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

67, MOTIJHEEL COMMERCIAL AREA
(1ST FLOOR) , DHAKA-1000
BANGLADESH
TEL: OFF: 880-2-9560933, 9560716
FAX: 880-2-9567351, MOBILE: 01819-228521
Email: maqbul.ahmed@yahoo.com

Website:www.atakhanandcoca.com

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
TO
THE EXECUTIVE DIRECTOR OF CENTER FOR DEVELOPMENT INNOVATION AND PRACTICES (CDIP)

Report on the Financial Statements

We have audited the Consolidated financial statements of Center for development Innovation and Practices (CDIP), which comprise the Consolidate statement of financial position as at 30 June 2019 the Consolidate statement of Profit or loss and other comprehensive income, Consolidate statement of receipts and payments, Consolidate Statement of changes in equity and Consolidate statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying consolidate financial statements give a true and fair view, in all material respects, of the consolidate financial position of the Center for development Innovation and Practices (CIDIP) as at 30 June 2019, and of its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with international financial reporting standards and other applicable rules and regulation.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with international Standards on Auditing. Our responsibilities under those standards are further described in the auditors' responsibilities for the audit of the financial statements section of our report. We are independent of the company in accordance with the international ethics Standards board for Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) together with ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Bangladesh, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with the IESBA Code. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for audit opinion.

Other Information:

Management is responsible for the other information. The other information comprises all of the information in the Annual report other than the financial statements and our auditors' report thereon. The directors are responsible for the other information.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information; we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements and Internal Controls:

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with International Financial Reporting Standards and other applicable rules and regulations and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process

ATA KHAN & CO. Chartered Accountants 67, Motijheel C/A Dhaka

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements:

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated and separate financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated and separate financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's and the Company's internal control.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's and the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated and separate financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group and the Company to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated and separate financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated and separate financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on other Legal and Regulatory Requirements:

(a) we have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit and made due verification thereof;

(b) in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Organization so far as it appeared from our examination of those books; and

(c) the organization's financial statements dealt with by the report are in agreement with the books of account.

Dated: Dhaka,
04 August 2019

ATA KHAN & CO. (Chartered Accountants, 67, Motijheel C/A Dhaka)

ATA KHAN & CO.
Chartered Accountants

Centre for development innovation and practices (CDIP)
Consolidated Statement of Financial Position
as at June 30, 2019

Particulars	Notes	Amount in Taka	
		30.06.2019	30.06.2018
ASSETS			
Non-current assets		121,019,196	118,321,979
Property, plant and equipment	6.00	119,848,858	117,178,051
Intangible assets	7.00	1,170,338	1,143,928
Current Assets		7,302,630,607	6,101,408,674
Short term loan to members & Customers	8.00	6,405,576,444	5,103,840,778
Short term investment	9.00	619,387,316	739,905,014
Staff loan outstanding	10.00	12,292,541	30,720,441
Accounts receivables	11.00	22,256,597	14,729,212
Advance, deposits and prepayments	12.00	15,540,538	9,149,791
Inventory	13.00	7,373,528	4,725,009
Financial Receivable	29.02	21,892,110	1,970,531
Cash & Cash equivalents	14.00	198,311,533	196,367,898
Total Assets		**7,423,649,803**	**6,219,730,653**
Capital Fund and Liabilities			
Capital Fund		2,546,568,750	2,158,419,250
Cumulative surplus	15.00	2,282,463,525	1,940,945,042
Reserve fund	16.00	264,105,225	217,474,208
Other funds	17.00	226,648,442	304,220,514
Non-Current Liabilities		298,775,001	369,325,399
Loan from PKSF	18.00	295,775,001	291,566,667
Loan from Commercial Bank & NBFI	19.00	-	74,758,732
Deposit Against Remittance	20.00	3,000,000	3,000,000
Current Liabilities		4,351,657,610	3,387,765,490
Loan from PKSF	21.00	316,358,333	333,366,661
Loan from Bangladesh Bank (JICA Fund)	22.00	320,000,000	250,000,000
Loan from Commercial Bank, NBFI & IDCOL	23.00	300,869,356	99,979,023
Members savings deposits	24.00	2,987,500,128	2,467,167,481
Staff security deposit	25.00	12,312,429	11,217,675
Accounts payable	26.00	223,049,353	128,367,890
Loan loss provision	27.00	120,113,175	73,280,960
Unsettled claim	28.00	30,731,035	20,461,471
Financial Payable	29.00	33,323,801	3,324,329
Advance from PKSF	30.00	7,000,000	200,000
Award Fund	31.00	400,000	400,000
Total Capital Fund and Liabilities		**7,423,649,803**	**6,219,730,653**

The accompanying notes form an integral part of this Consolidated Statement of Financial Position.

DGM (Finance & Accounts) **Executive Director** **Chairman(Acting)**

This is the Consolidated Statement of Financial Position referred to in our separate report of even date.

Dated, Dhaka
04 August 2019

ATA KHAN & CO.
Chartered Accountants

Centre for development innovation and practices (CDIP)
Consolidated Statement of Profit or Loss and other Comprehensive Income
for the year ended June 30, 2019

Particulars	Notes	Amount in Taka	
		2018-19	2017-18
Revenue		1,409,402,976	1,225,325,167
Service charges income	32.00	1,351,438,574	1,188,951,219
Bank Interest on FDR	33.00	44,847,583	30,836,565
Receipt from members	34.00	4,022,720	3,686,333
Grant Income (Solar System)	35.00	975,786	945,114
Others Income	36.00	8,118,313	905,936
Profit from Sale		17,654,646	6,635,742
Sale	37.00	103,050,970	15,914,000
Less: Cost of Good Sold	38.00	85,396,324	9,278,258
Gross Profit		**1,427,057,622**	**1,231,960,909**
Non Operating Income			
Bank Interest	39.00	2,855,703	2,705,253
		1,429,913,325	**1,234,666,162**
Operating Expenses		989,839,026	723,596,044
Personnel Expenses	40.00	572,452,949	373,374,405
General & Administrative Expenses	41.00	97,199,889	73,786,892
Selling & Distribution Expenses	42.00	186,377	169,550
Financial Expenses	43.00	259,417,244	248,131,078
Provisional Expense	44.00	60,582,567	28,134,119
Net Profit /(Loss) Before Tax		**440,074,299**	**511,070,118**
Income Tax Expenses	45.00	15,619,953	3,815,257
Net Profit/(Loss) After Tax		**424,454,346**	**507,254,861**

DGM (Finance & Accounts) | **Executive Director** | **Chairman(Acting)**

This is the Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income referred to in our separate report of even date.

Dated, Dhaka
04 August 2019

ATA KHAN & CO.
Chartered Accountants

Centre for development innovation and practices (CDIP)
Consolidated Statement of Receipts and Payments
for the year ended June 30, 2019

	Amount in Taka	
	2018-19	**2017-18**
Opening Balance	196,367,898	108,590,005
Cash in hand	1,650,693	106,509
Cash at bank (Operating Account)	188,619,051	102,536,410
Cash at Bank (Investment Account)	6,098,154	5,947,086
Receipts	15,411,003,321	13,956,528,209
Loan Received	10,407,212,676	10,057,448,650
Loan received from beneficiaries (SMAP)	573,338,745	206,964,750
Cervice Charge Income	1,270,352,316	1,158,430,412
Bank Interest	7,542,117	5,841,543
Receipt from members	4,023,120	3,692,153
Members Savings	2,235,643,666	1,920,619,080
Khudra Jhuki and Member Welfare Fund	118,442,476	99,312,485
Staff Security Deposits	1,258,000	2,703,000
Gratuity Fund	655,978	4,777,170
Fixed Deposits Encashment	481,005,014	301,837,457
Interest	36,400,045	19,950,765
Advance Received	595,120	393,857
Received form Various program	48,650,791	43,407,076
Unsettled claim	2,902,256	1,628,515
Others Income	132,213	51,295
Gain on Sale of Old Assets	23,843	304,670
Staff loan realized	1,593,701	2,033,625
Balance Payable with Others Fund	151,953,559	121,178,539
HO Fund Account-Others Fund	38,817	13,724
Advance from PKSF	17,399,200	-
Tarki Bird Inventory	45,280	-
Insurance Fund	523,125	108,165
Grant Income	723,183	945,114
Sale	50,548,080	4,886,164
Total	15,607,371,219	14,065,118,214
Payments	15,409,059,686	13,868,750,316
General and Administrative Expenses	662,025,495	539,085,525
Loan Disbursement/Refund	12,995,248,881	11,209,347,836
Financial Expenses	67,733,460	56,908,191
Savings and Security Refund	990,143,336	1,359,048,989
Capital Investment	473,688,894	542,928,484
Unsettled claim	36,525,080	16,401,623
Provisions for Expenses	236,606	1,666,304
Advances, Deposits and Prepayments	34,861,624	73,175,267
Inventory	3,637,290	10,199,076
Selling & Distribution Expenses	186,227	167,150
Balance Payable with Others Fund	134,412,793	59,821,871
Advance paid to PKSF	7,360,000	-
Prior Year Adjustment	3,000,000	-
Closing Balance	198,311,533	196,367,898
Cash in hand	1,257,453	1,650,693
Cash at banks (Operating account)	190,273,466	188,619,051
Cash at banks (Investment account)	6,780,614	6,098,154
Total	15,607,371,219	14,065,118,214

DGM (Finance & Accounts) **Executive Director** **Chairman (Acting)**

Signed in terms of our annexed report of even date

Dated, Dhaka
04 August 2019

ATA KHAN & CO.
Chartered Accountants

ATA KHAN & CO. Chartered Accountants 67, Motijheel C/A Dhaka

Centre for development innovation and practices (CDIP)
Consolidated Statement of Cash Flows
for the year ended June 30, 2019

	Amount in Taka	
	2018-19	**2017-18**
A. Cash Flow from Operating Activities:		
Profit for the year	424,454,346	507,254,861
Adjustment for:		
Prior year adjustment	(3,009,530)	18,530
Reserve Fund	46,631,017	50,697,046
Loan Loss Provision	46,832,215	14,145,080
Other Funds	(77,963,922)	43,413,816
Adjustment with surplus fund	(79,926,333)	(71,669,806)
Depreciation and amortization for the year	10,822,279	8,529,246
(i) Operating profit before working capital changes	367,840,072	552,388,773
Non-cash items		
Loan disbursed to members	(11,806,649,000)	(9,848,326,000)
Loan realized from members	9,762,061,421	8,943,413,399
Loan adjustment with members	742,851,913	331,862,722
Fund Received	40,390,717	62,033,190
Fund Payment	(134,412,793)	(60,711,294)
Fund Adjustment	61,199,365	5,606,502
Increase/decrease in inventories	(2,794,309)	(3,055,848)
Increase/decrease in current assets	5,696,529	(10,449,178)
Increase/decrease in current liabilities	154,798,962	36,087,826
(ii) Adjustment per changes in working capital	(1,176,857,195)	(543,538,681)
Net Cash flows from operating activities (i+ii)	**(809,017,123)**	**8,850,092**
B. Cash flow from Investing Activities:		
Acquisition of Property, plant and equipment	(13,519,496)	(11,579,243)
Investment	120,517,698	(237,641,057)
Net cash used in Investing Activities	**106,998,202**	**(249,220,300)**
C. Cash Flow from Financing Activities:		
Loan received from PKSF	410,500,000	396,000,000
Loan received from JICA for SMAP	320,000,000	250,000,000
Loan received from Bank & NBFI	488,000,000	675,000,000
Loan received from IDCOL	-	-
Members Savings Collection	2,235,643,666	1,920,619,080
Members Savings Refund	(989,209,088)	(1,358,456,848)
Members Savings Adjustment	(726,101,931)	(206,057,430)
Loan Repayment to PKSF	(423,299,996)	(297,983,332)
Loan Repayment to IDCOL	(2,626,292)	(2,087,393)
Laon refunded to Bangladesh Bank (SMAP)	(250,000,000)	(190,000,000)
Laon refunded to Commercial Bank & NBFI	(358,943,803)	(858,885,977)
Net Cash flows from financing activities	**703,962,556**	**328,148,100**
Net changes in cash & cash equivalents (A+B+C)	1,943,635	87,777,892
Add: Cash and bank balance at the beginning of the year	196,367,898	108,590,006
Cash and bank balance at the end of the year	**198,311,533**	**196,367,898**

DGM (Finance & Accounts) | **Executive Director** | **Chairman(Acting)**

Signed in terms of our annexed report of even date

Dated, Dhaka
04 August 2019

ATA KHAN & CO.
Chartered Accountants

Centre for development innovation and practices (CDIP)
Consolidated Statement of Changes in Equity
for the year ended June 30, 2019

Particulars	Cumulative surplus	Reserve Fund	Total
Balance as at July 01, 2018	**1,940,945,042**	**217,474,208**	**2,158,419,250**
Add: Surplus during the year	424,454,346	-	424,454,346
Add: Prior year's adjustment	(3,009,530)	-	(3,009,530)
Add: Transferred to RF Prior Year Adjustment	(5,246,731)	5,246,731	-
Add/Less: Transferred to RF during the year	(41,384,286)	41,384,286	-
Social Development Activities:			
Add/Less: Transferred to Health support program (Note: 15.1)	2,099,302	-	2,099,302
Add/Less: Transferred to Education Support Program (Shisok) (Note: 15.2)	(34,465,349)	-	(34,465,349)
Add/Less: Transferred to CDIP Modern School (Note: 15.3)	(432,409)	-	(432,409)
Add/Less: Transferred to Aquaponic Training Centre (Note: 15.4)	(46,860)	-	(46,860)
Add/Less: Transferred to Donation & Subscription	(450,000)	-	(450,000)
Balance as at June 30, 2019	2,282,463,525	264,105,225	2,546,568,750

DGM (Finance & Accounts)

Executive Director

Chairman(Acting)

Signed in terms of our annexed report of even date

ATA KHAN & CO.
Chartered Accountants

Dated, Dhaka
04 August 2019

ATA KHAN & CO. Chartered Accountants 67, Motijheel C/A Dhaka

মানচিত্রে সিদীপের কর্ম-এলাকা এবং ব্রাঞ্চসমূহের অবস্থান

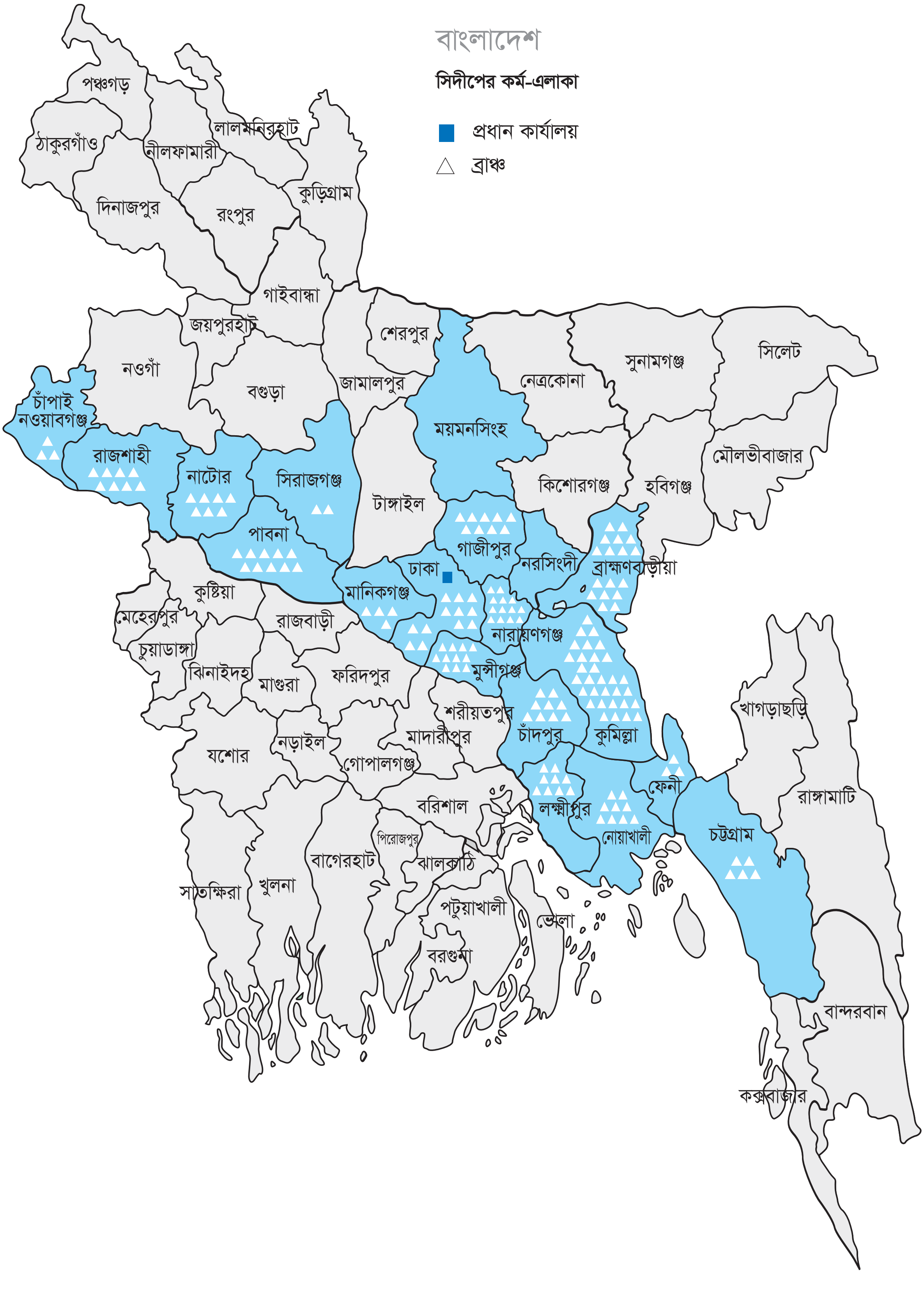

সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস (সিদীপ)

বাড়ি ১৭, রোড ১৩, পিসিকালচার হাউজিং সোসাইটি
শেখেরটেক, আদাবর, ঢাকা।
ফোন: ৯১৪১৮৯১, ৯১৪১৮৯৩
info@cdipbd.org
www.cdipbd.org